রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ৭, ২০১৬

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৬ মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৪০-আইন/২০১৬।—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ৩৪ এর সহিত পঠিতব্য, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যাহা উক্ত আইনের ধারা ৫৯ (৩) এর বিধান মোতাবেক জুন ১১,২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও ২৮৪-আইন/২০১৩ দ্বারা প্রাক-প্রকাশ করা হইয়াছিল, যথা:—

১। **প্রবিধানমালার নাম।**—এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন);

(২) "আবেদনপত্র" অর্থ বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য কমিশনের নিকট দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র;

(৩) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

মূল্য : টাকা ৪০.০০

(৪) "ট্যারিফ সিডিউল" অর্থ বিদ্যুৎ বিতরণ সার্ভিসের মূল্যহার ও উহা প্রয়োগের শর্তাবলী সম্বলিত বিবরণী;

(৫) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(৬) "পদ্ধতি (methodology)" অর্থ আইনের ধারা ৩৪ এ উল্লিখিত এবং এই প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি;

(৭) "ভোক্তা" অর্থ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন দলিল অনুযায়ী যে ব্যক্তি তাহার মালিকানাধীন বা দখলকৃত কোন আঙ্গিনা বা স্থাপনায় লাইসেন্সী কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইয়াছে;

(৮) "লাইসেন্সী" অর্থ আইনের অধীন বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি।

৩। **ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন ও ফিস**।—(১) আইনের ধারা ৩৪ এর বিধান অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তন অথবা বিতরণ সেবার শর্তাবলী পরিবর্তনের জন্য লাইসেন্সী কমিশনের নিকট উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর বিধানাবলী অনুসরণক্রমে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের সহিত কমিশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত আবেদন ফিস বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে কমিশনের নামে জারীকৃত ডিমান্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডার আকারে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের ৬ (ছয়)টি মুদ্রিত প্রতিলিপি এবং ২ (দুই)টি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (Microsoft Word), একসেল (Excel), একসেস (Access) অথবা পি.ডি.এফ (PDF) রীতির ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে সিডি রম (CD ROM) এ ধারণকৃত প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

৪। **ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত সংযোজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি**।—প্রবিধান ৩ এর অধীন ট্যারিফ ও সার্ভিসের শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযোজন ও তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে, যথা:—

(ক) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত দলিলপত্রের একটি তালিকা;

(খ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউল কার্যকর করিবার প্রত্যাশিত তারিখ;

(গ) যাহাদের নিকট ট্যারিফ সিডিউল প্রেরণ করা হইবে তাহাদের নাম ও ঠিকানা;

(ঘ) ট্যারিফ ঘোষণার জন্য খসড়া বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি;

(ঙ) যে সকল সার্ভিস প্রদান করা হইবে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রত্যেকটি সার্ভিসের জন্য প্রস্তাবিত ট্যারিফ;

(চ) লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে ট্যারিফ সিডিউল সম্পর্কিত চুক্তি যথাযথভাবে সম্পাদনের একটি ঘোষণাপত্র;

(ছ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউল অনুযায়ী লেনদেন ও রাজস্ব আয়ের একটি প্রাক্কলিত হিসাব যাহাতে—

(অ) যে মাসে ট্যারিফ সিডিউল কার্যকর হইবে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী ১২ (বার) মাসে প্রদেয় সার্ভিস ও প্রাপ্য রাজস্ব আয়ের এক বৎসরের মাসওয়ারী প্রাক্কলিত হিসাবের উল্লেখ থাকিবে;

(আ) উক্ত প্রাক্কলন ভোক্তার শ্রেণি, ভোক্তা এবং সরবরাহের স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইবে এবং উহাতে বিল নির্ণয়ের সকল উপাদান, যথা: কিলোওয়াট (KW), কিলোওয়াট ঘন্টা (KWH), সরবরাহ ভোল্টেজ (KV), জ্বালানী সমন্বয় এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর সমন্বয়, এর উল্লেখ থকিবে;

(জ) ট্যারিফ সিডিউলে প্রস্তাবিত ট্যারিফের ভিত্তি এবং কিভাবে উহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা;

(ঝ) প্রস্তাবিত রেট নির্ধারণের লক্ষ্যে যে সকল ব্যয়ের (সম্পূর্ণ ব্যয়িত, বৃদ্ধিজনিত বা অন্যবিধ) হিসাব করা হইয়াছে, উক্ত রেটের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য, উহাদের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী;

(ঞ) সার্ভিসের বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিসমূহের (যদি থাকে) অনুলিপি।

৫। **ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত সংযোজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি**।—(১) প্রবিধান ৩ এর অধীন ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযোজন ও তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে, যথা:—

(ক) কালানুক্রমিক (historical trend) বর্ণনাসহ প্রস্তাবিত ট্যারিফের সার-সংক্ষেপ;

(খ) ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা;

(গ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ নির্ধারণে গৃহীত পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ;

(ঘ) ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে ভোক্তা শ্রেণির উপর প্রভাব সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ;

(ঙ) ট্যারিফের পরিবর্তন ঘোষণার জন্য খসড়া বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি;

(চ) অব্যবহিত বিগত ৩ (তিন) অর্থ বৎসরের নিরীক্ষিত বাৎসরিক হিসাব বিবরণী, তবে সদ্যসমাপ্ত অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষিত না হইলে সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হিসাব বিবরণী;

(ছ) প্রস্তাব পেশকালীন চলতি অর্থ বৎসরের সাময়িক হিসাব বিবরণী;

(জ) বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং প্রস্তাবিত ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণী;

(ঝ) প্রস্তাব অনুমোদিত না হইলে সম্ভাব্য আর্থিক সংশ্লেষের বিস্তারিত বিবরণ;

(ঞ) ট্যারিফ প্রস্তাব পেশ করিবার সময় পরবর্তী অর্থ বৎসরের আর্থিক পূর্বাভাস;

(ট) বিগত ৩ (তিন) অর্থ বৎসরের সিস্টেম লস (system loss) এর বিবরণ;

(ঠ) সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা এবং গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ;

(ড) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ;

(ঢ) ভোক্তা সেবার মান বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ;

(ণ) বর্তমান বিতরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা থাকিলে তাহা দূরীকরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ;

(ত) সার্ভিসের বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, আবেদনকারীর মতে প্রস্তাব মূল্যায়নে সহায়ক হইতে পারে এইরূপ অন্য যে কোন তথ্য।

(২) প্রবিধান ৩ এর অধীন কোন আবেদনপত্র লাইসেন্সী বা তাহার উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সশরীরে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে এবং প্রবিধান ৩ এবং প্রবিধান ৫ এর উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী কাগজপত্র ও তথ্যাদি যথাযথভাবে প্রাপ্তি সাপেক্ষে কেবলমাত্র উহা কমিশনে গ্রহণ করা হইবে।

৬। **আবেদনপত্র পরীক্ষা ও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ**।—(১) প্রবিধান ৩ এর অধীন কোন আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন বা তৎকর্তৃক গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি উক্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা করিবে।

(২) কমিশন, প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে, আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র দাখিল করিবার জন্য আবেদনকারীকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত আদেশ জারির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য ও কাগজপত্র কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র প্রাপ্তির পর, কমিশন উহা নথিভুক্ত করিবে এবং কমিশনের সভায় উক্ত আবেদনপত্রটি বিবেচনার্থে গ্রহণের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কমিশনের নিকট একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন দাখিলকৃত সার-সংক্ষেপ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত সভায় আবেদনপত্রটি গৃহীত হইলে সভার তারিখ আবেদনপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের তারিখ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউল বা উহার অংশবিশেষ কমিশনের বিবেচনাধীন থাকাকালে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী উক্ত ট্যারিফ সিডিউল বা উহার অংশবিশেষ পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

৭। **আবেদনকারীর সহিত যোগাযোগ**।—(১) কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার পর হইতে কমিশন কর্তৃক উহার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে না জানানো পর্যন্ত আবেদনকারীর সহিত সকল যোগাযোগ কমিশন বা উহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিতভাবে করিতে হইবে।

(২) আবেদনকারীর সহিত সকল যোগাযোগ কেবল ব্যাখ্যা ও অতিরিক্ত তথ্য সম্পর্কে হইবে, যাহা আবেদনকারী কমিশনকে লিখিতভাবে সরবরাহ করিবে।

৮। **গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও নোটিশ প্রদান**।—(১) প্রবিধান ৩ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র প্রবিধান ৬ মোতাবেক গৃহীত হইলে কমিশন, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ১ (এক) টি বাংলা এবং ১ (এক) টি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এতদ্‌সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(২) আবেদনপত্র দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে অথবা উহাতে স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ পক্ষ বা পক্ষগণকে এবং যাহাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হইতে পারে বলিয়া কমিশন মনে করিবে তাহাদিগকে কমিশন এতদ্‌সম্পর্কে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) কমিশন নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক পন্থায় উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) বাহকের মাধ্যমে হাতে হাতে;

(খ) প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্টার্ড ডাক বা কুরিয়ারযোগে; এবং

(গ) প্রয়োজনবোধে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে।

(৪) কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিতে হইলে, তাহা উক্ত ব্যক্তির নিকট তাহার প্রদত্ত ঠিকানায় অথবা তিনি বা তাহার প্রতিনিধির বাসস্থান অথবা কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করা যাইবে।

৯। **পদ্ধতি (Methodology) অনুযায়ী আবেদনপত্র মূল্যায়ন**।—(১) কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইবার পর কমিশন, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উহার কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী আবেদনপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিবে।

(২) আবেদনপত্র মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য উক্ত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সাধারণভাবে উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। **মূল্যায়ন প্রতিবেদন গ্রহণ**।—প্রবিধান ৯ অনুসারে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র মূল্যায়নের পর উহার মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে উপস্থাপনের জন্য কমিশন গ্রহণ করিতে পারিবে।

১১। **শুনানি**।—(১) কমিশন, কোন আবেদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের অনধিক ৬০ (ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে, একটি গণশুনানির ব্যবস্থা করিবে, যেখানে বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ট্যারিফ আবেদনপত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে সেই সম্পর্কে জেরা করা যাইবে।

(২) কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, শুনানিকালে, আবেদনপত্র সম্পর্কে তাহাদের বিশ্লেষণ এবং কমিশন কর্তৃক গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের সুপারিশের অনুকূলে লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিবেন এবং সম্ভাব্য জেরার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধিত পক্ষগণের নিকট শুনানির তারিখের অন্যূন ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে পৌছাইতে হইবে এবং কমিশন ব্যতিত অন্যান্য পক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা উহার অনুলিপি কমিশন ও নিবন্ধিত অন্যান্য পক্ষের নিকট শুনানির তারিখের অন্যূন ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে পৌছাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে বা আবেদনপত্র সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, প্রবিধান ৮ এর অধীন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ প্রদানের অনধিক ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে, স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত বক্তব্য বা মতামত, তাহার নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও বক্তব্য বা মতামতের অনুকূলে বাস্তবসম্মত কারণ উল্লেখপূর্বক, কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন কোন বক্তব্য বা মতামত দাখিল করা হইলে, কমিশন উহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিবে এবং অনুরূপ বক্তব্য বা মতামত দাখিলকারী কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) কমিশন কোন ব্যক্তির বক্তব্য বা মতামত শুনানি গ্রহণ ব্যতিত প্রত্যাখ্যান করিলে উক্ত ব্যক্তি তাহার বক্তব্য বা মতামতের অনুকূলে অতিরিক্ত তথ্য প্রমাণ কমিশনে দাখিল সাপেক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **শুনানি গ্রহণের পর আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান**।—(১) কোন আবেদনপত্রের উপর শুনানি গ্রহণের পর কমিশন নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে উক্ত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কমিশনের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র দাখিল না করিলে;

(খ) দাখিলকৃত কাগজপত্রে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে;

(গ) আবেদনকারী বাংলাদেশের অন্যান্য প্রচলিত আইন ভঙ্গ করিলে;

(ঘ) আইন, এই প্রবিধানমালা অথবা কমিশন কর্তৃক প্রণীত অন্য যে কোন প্রবিধানমালার অধীন আবেদনকারীর ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিবার অধিকার না থাকিলে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কমিশন কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রত্যাখ্যান করিবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে তৎসম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৩) কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর শুনানি গ্রহণ বা তাহাকে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান ব্যতিত উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিবে না।

১৩। **কমিশনের সিদ্ধান্ত**।—(১) কমিশন কোন আবেদনপত্র সম্পর্কে, আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ এবং ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত করতঃ বিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করিবে।

(২) কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সংক্ষুব্ধ কোন পক্ষ কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) কমিশনের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্তের অনুলিপি কমিশনের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও কমিশনের সীলমোহর দ্বারা প্রত্যায়িত করা হইবে।

(৫) এই প্রবিধানের অধীন যে কোন দলিল বা আদেশের অনুলিপি, কমিশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে, যে কোন ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

১৪। **ট্যারিফ প্রয়োগকাল**।—(১) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কার্যকর হইবার তারিখ যেইভাবে কমিশন তৎকর্তৃক প্রদত্ত আদেশে নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

(২) যতদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী বা কোন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন কমিশন কর্তৃক অনুমোদন না হয় অথবা কমিশন স্বেচ্ছায় ট্যারিফ পরিবর্তন না করিবে ততদিন পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ কার্যকর থাকিবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ সাধারণভাবে কোন অর্থ বৎসরে একবারের বেশী পরিবর্তনের জন্য কোন আবেদনপত্র বিবেচিত হইবে না, তবে জ্বালানী মূল্যের পরিবর্তনের কারণে কমিশন যদি পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার পরিবর্তন করে বা অন্য কোন কারণে পরিবর্তন আবেদনকারী প্রমাণ করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে এই বিধান শিথিলযোগ্য হইবে।

১৫। **ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি**।—(১) লাইসেন্সী প্রবিধান ১৩ এর উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক কোন আবেদনপত্র সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ১ (এক) টি বাংলা এবং ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে এবং ওয়েবসাইটেও উহার প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

(২) লাইসেন্সী ট্যারিফ নির্ধারণ বা বিদ্যমান ট্যারিফ পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি ট্যারিফ কার্যকরের অথবা তৎপরবর্তী মাসের বিদ্যুৎ বিলের সাথে সংযুক্ত করিয়া প্রত্যেক ভোক্তার নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) ট্যারিফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, লাইসেন্সী উক্ত বিজ্ঞপ্তির সহিত বিদ্যমান ট্যারিফ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও সংযুক্ত করিবে।

১৬। **ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিধান**।—এই প্রবিধানমালার কোন বিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পষ্টতার উদ্ভব হইলে, তৎসম্পর্কে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

[প্রবিধান ৯(১) দ্রষ্টব্য]

বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি (Methodology)

১। সূচনা :

(১) বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণের এই পদ্ধতি (methodology)-র উদ্দেশ্য এমন একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা যাহা বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লাইসেন্সী কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিবার কারণে লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। অনুরূপভাবে ভোক্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আস্থা থাকিবে যে, কমিশন কর্তৃক স্ট্যান্ডার্ড ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে ট্যারিফ মূল্যায়িত হইবে। এইরূপ প্রমিতকরণ কমিশন কর্মকর্তাগণকে ট্যারিফ আবেদন পরীক্ষার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করিবে।

(২) প্রত্যেক লাইসেন্সী কমিশনের অনুমোদনক্রমে তাহার ট্যারিফ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রকাশ করিবে, যাহা সকল পক্ষের নিকট সহজলভ্য হইবে এবং যাহাতে সার্ভিসের রেট, স্থায়ী কোন চার্জ, সার্ভিস প্রদান, সার্ভিসের অবসান, বিলম্ব পরিশোধ চার্জ, ভোক্তার অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ নিয়ম ও শর্তাবলীর উল্লেখ থাকিবে।

(৩) লাইসেন্সী তাহার বিতরণ ব্যবস্থায় সকল সরবরাহকারীর সহিত পাইকারি ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করিবে এবং আইনের অধীন বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সহিত সঞ্চালন চুক্তি সম্পাদন করিবে। লাইসেন্সী তাহার খুচরা ভোক্তাদেরকে সার্ভিস প্রদান সম্পর্কিত প্রমিত সার্ভিস চুক্তিও (standardized service agreement) সংরক্ষণ করিবে।

২। বৈদ্যুতিক এনার্জি রেট (Electrical Energy Rate):

(১) কিলোওয়াট-ঘন্টার ভিত্তিতে বিল মাসের জন্য লাইসেন্সী কর্তৃক সকল পাইকারি বৈদ্যুতিক এনার্জি ক্রয়ের ভারিত গড় (weighted average) হইতেছে বৈদ্যুতিক এনার্জি রেট অথবা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, টাকা/কি.ও. ঘন্টা।

(২) লাইসেন্সী ভোক্তার বিলের বৈদ্যুতিক এনার্জি অংশের উপর কোন মুনাফা অর্জন করিবে না।

(৩) লাইসেন্সী পাইকারি সরবরাহকারীদের নিকট হইতে বৈদ্যুতিক এনার্জি ক্রয় করে, যাহারা বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী জ্বালানী মূল্যের পরিবর্তনের কারণে তাহাদের রেট অর্ধ-বৎসরে একবার সংশোধন করিতে পারে।

(৪) লাইসেন্সী সরকারি নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অনুমোদিত বিদ্যুৎ উৎপাদকের নিকট হইতে সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় করিলে তাহাও বৈদ্যুতিক এনার্জি রেটে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কের ইন্টারফেস পর্যন্ত সঞ্চালন ব্যয়, যার মধ্যে সঞ্চালন লস অন্তর্ভুক্ত, বৈদ্যুতিক এনার্জি রেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) খুচরা ভোক্তাদের জন্য বৈদ্যুতিক এনার্জি বিলের রেট নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, উল্লিখিত মোট ব্যয় প্রাপ্ত বিদ্যুতের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা হইবে। বিলের মেয়াদের বৈদ্যুতিক এনার্জি ব্যয় নির্ধারণের জন্য বিলে ভোক্তার বৈদ্যুতিক এনার্জি ব্যবহার উক্ত রেট দ্বারা গুণ করা হইবে।

(৭) একক পাইকারি সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে, বৈদ্যুতিক এনার্জি অংশের হিসাব নিম্নরূপে করা হইবে, যথা:—

বৈদ্যুতিক এনার্জি রেট = (পাইকারি বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয় + সঞ্চালন বাবদ ব্যয়) ÷ প্রাপ্ত কিলোওয়াট-ঘন্টা

(৮) লাইসেন্সীর ভোক্তা বিলের বৈদ্যুতিক এনার্জি অংশের হিসাব কমিশন কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

(৯) ভোক্তা বিলের বৈদ্যুতিক এনার্জি অংশটি ডিমান্ড রেট, সার্ভিস চার্জ, ন্যূনতম চার্জ ও বিবিধ চার্জ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত রেট বেজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ডিমান্ড রেট ও অন্যান্য চার্জের পরিবর্তন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে বৈদ্যুতিক এনার্জি অংশটি অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে সংশোধিত হইবে।

৩। ডিমান্ড রেট (Demand Rate):

(১) **সার-সংক্ষেপ:**

(ক) এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত রেট ভোক্তাগণকে স্বল্পতম খরচে সার্ভিস প্রদান করিবে, লাইসেন্সীর জন্য তাহার সকল পরিচালন খরচ সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত রাজস্ব আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করিবে, লাইসেন্সীর পরিচালন ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন করিবে এবং বিনিয়োগের জন্য মূলধন আকর্ষণ করিবে। প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির রেট সিডিউল সার্ভিস গ্রহণকারী ভোক্তাদের নিকট ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে। একইরূপ সার্ভিস গ্রহণকারী ভোক্তাগণ অভিন্ন চার্জ প্রদান করিবে। চার্জের বিভিন্নতা খরচের বিভিন্নতার প্রতিনিধিত্বমূলক হইবে। খরচ ও রাজস্বের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতা স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্জন করা দুঃসাধ্য হইতে পারে। বিদ্যমান রেট এবং এই পদ্ধতি অনুযায়ী উদ্ভাবিত রেটের মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকিলে, প্রত্যেক ভোক্তা শেষোক্ত রেটকে অযৌক্তিক মনে করিতে পারে। রেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পদ্ধতির মানদণ্ড অনুসরণের জন্য বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হইবে। কমিশনের আইন অনুযায়ী, ডিমান্ড রেট ও অন্যান্য ট্যারিফ কোন অর্থ বৎসরে কেবল একবারই পরিবর্তন করা যাইবে।

(খ) **যাচাই বর্ষ (Test Year):—**

(অ) যাচাই বর্ষ একটি প্রমিত (standardized) মেয়াদ যাহা রেট নির্ধারণের জন্য অভিন্ন উপাত্ত প্রদান করে। এই মেয়াদের ভিত্তিতে আবেদনকারী উহার উপাত্ত সংকলন করে। যাচাই বর্ষের উপাত্তের ভিত্তিতেই কমিশনের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

(আ) যাচাই বর্ষ ১২ (বার) মাসের একটি মেয়াদকাল যাহাতে পূর্ণাঙ্গ উপাত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মেয়াদকালের সংকলিত উপাত্তের ভিত্তিতে কমিশন কর্মকর্তাগণ ট্যারিফ আবেদনপত্রের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করিয়া দেখেন উহা কতখানি যুক্তিসঙ্গত। কমিশন উহার নিকট দাখিলকৃত বিতরণ ট্যারিফ আবেদনপত্রের জন্য ৩০ জুন সমাপ্য সাম্প্রতিকতম অর্থ বৎসরকে যাচাই বর্ষ হিসাবে গ্রহণ করে। যেইক্ষেত্রে কোন লাইসেন্সীর পূর্ব পরিচালন অভিজ্ঞতা নাই সেইক্ষেত্রে কমিশন একটি অর্থ বৎসরের সর্বোত্তম প্রাক্কলিত হিসাব বিবেচনা করিবে।

(২) **রাজস্ব চাহিদা** [**রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট (Revenue Requirement)**]:—

(ক) **সার-সংক্ষেপ:**

(অ) কোন লাইসেন্সী যে পরিমাণ আয় দ্বারা তাহার পরিচালন অব্যাহত রাখিতে, বিনিয়োগের জন্য মূলধন আকৃষ্ট করিতে এবং সর্বোপরি ভোক্তাদের স্বল্পতম খরচে সার্ভিস প্রদান করিতে সক্ষম তাহাই তাহার সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদা বা রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট। মূলতঃ ইহা ভোক্তাদের নিকট সার্ভিস পৌঁছাইবার খরচ। এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ইহা নিশ্চিত করে না যে, লাইসেন্সী এই পরিমাণ অর্থ আয় করিবে, বরং এইটুকু নিশ্চিত করে যে, তাহার উক্ত পরিমাণ অর্থ আয়ের সুযোগ রহিয়াছে।

(আ) রেট বেজের উপর রিটার্ণ (return on rate base) এবং বিতরণ প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক পরিচালন খরচের সমষ্টি লাইসেন্সীর মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা।

মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রেট বেজের উপর রিটার্ণ + মোট খরচ

(ই) সার্ভিসের খরচ নির্ণয়ের মাধ্যমে রাজস্ব চাহিদা নির্ধারিত হয়।

(ঈ) প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির সার্ভিসের জন্য রাজস্ব চাহিদা নির্ধারিত হয়। সকল ভোক্তা শ্রেণির রাজস্ব চাহিদার সমষ্টি লাইসেন্সীর সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদার সমান হইবে। যাচাই বর্ষের উপাত্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা নির্ধারিত হয়।

(খ) **কস্ট অব সার্ভিস (Cost of Service):—**

(অ) কস্ট অব সার্ভিস প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির সার্ভিস রেট (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি) খরচের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করে।

(আ) এই পদ্ধতি (methodology)-র উদ্দেশ্যে, ভোক্তা শ্রেণিসমূহ নিম্নরূপ ধরা যাইতে পারে, যথা:- শ্রেণি 'এ'- আবাসিক, শ্রেণি 'বি'- কৃষি, শ্রেণি 'সি'- ক্ষুদ্র শিল্প, শ্রেণি 'ডি'- অনাবাসিক, শ্রেণি 'ই'-বাণিজ্যিক, শ্রেণি 'এফ'- মধ্যম ভোল্টেজ, শ্রেণি 'জি'-অতি উচ্চ ভোল্টেজ, শ্রেণি 'এইচ'-উচ্চ ভোল্টেজ, শ্রেণি 'জে'-রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প এবং শ্রেণি 'টি'-অস্থায়ী। উল্লিখিত শ্রেণি বৈশিষ্ট্যসমূহ লাইসেন্সীদের জন্য বাধ্যতামূলক নহে। প্রয়োজনে স্লাবসহ ভোক্তা শ্রেণি বিন্যাসের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে। লাইসেন্সীগণ তাহাদের বিতরণ চাহিদা যেন যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় সেইরূপ ভোক্তা শ্রেণির গঠন ও বৈশিষ্ট্য তাহাদের রেট আবেদনপত্রের অংশ হিসাবে উল্লেখ করিবে। ভোক্তা শ্রেণির সংখ্যা ও ধরণ নির্বিশেষে ব্যয়ের বিভাজন (cost allocation) পদ্ধতি একইরূপ থাকিবে।

(ই) ভোক্তা শ্রেণি রাজস্ব চাহিদা সমূহের সমষ্টি লাইসেন্সীর সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদার সমান হইবে।

(ঈ) লাইসেন্সীর খরচসমূহ (যাচাই বর্ষের অবচয়সহ), কর-সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট যাচাই বর্ষের জন্য লাইসেন্সীর রেট বেজের উপর যুক্তিসঙ্গত রিটার্ণ এর সমষ্টিকে, রাজস্ব-বৃদ্ধি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, উক্ত লাইসেন্সীর বিদ্যমান রাজস্বের সহিত তুলনা করা হয়। রাজস্ব চাহিদা অর্জনের জন্য বিতরণ প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন হয় তাহাই রাজস্ব-বৃদ্ধি। যেহেতু রাজস্ব-বৃদ্ধিও করযোগ্য, তাই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে রাজস্ব চাহিদা অর্জনকল্পে প্রয়োজনীয় নীট আয় অর্জন করিতে পারে তজ্জন্য করের প্রভাব কাটাইয়া উঠার জন্য "গ্রস আপ" (gross up) ফ্যাক্টর (যাহা রেভিনিউ কনভারসন ফ্যাক্টর নামে অভিহিত) এর মাধ্যমে রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে রাজস্ব-বৃদ্ধির পরিমাণ একবার নির্ধারিত হইলে, যাচাই বর্ষের মোট রাজস্ব চাহিদা অর্জনের লক্ষ্যে উহাকে বর্তমান রাজস্বের সহিত যোগ করা হয়। অতঃপর বিতরণ রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উহাকে যাচাই বর্ষের বিতরণকৃত বৈদ্যুতিক এনার্জি (electrical energy) দ্বারা ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির রেট নির্ধারণের জন্য এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়। প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির জন্য রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যয়, রিটার্ণ ও রাজস্ব সরাসরি সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণির উপর ধার্য করা হয়।

(উ) সংশ্লিষ্ট যাচাই বর্ষের জন্য উদ্ভাবিত অন্তর্নিহিত ব্যয়ের ভিত্তিতে সকল খরচ, আয় ও রেট নির্ধারিত হইবে।

(ঊ) সকল খরচ ও অন্যান্য আর্থিক বিষয় নির্দিষ্ট কোন ভোক্তা শ্রেণি, যথা:- আবাসিক বা শিল্প এর উপর সরাসরি ন্যস্ত করা যায় না। সেই কারণে, কিছু কিছু ব্যয় নির্দিষ্ট কিছু উপাদান (factor) এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণির বিপরীতে হিসাবভুক্ত করিতে হইবে। উক্ত উপাদানসমূহ চাহিদা, বৈদ্যুতিক এনার্জি, ভোক্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিত্তিতে হইতে পারে। এই পদ্ধতি (methodology) পরবর্তী একটি অংশে বিবৃত হইয়াছে।

(৩) **রেট বেজ বা কোয়ালিফাইং এ্যাসেটস (Rate Base or Qualifying Assets):**

(ক) **সার-সংক্ষেপ:—**

(অ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক রেট বেজ তাহার ব্যবহৃত (used) ও ব্যবহার্য (useful) সম্পদের অবচয়িত মূল্য এবং রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লইয়া গঠিত।

মোট রেট বেজ = ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল

(আ) প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণিকে সরাসরি ন্যস্ত ও বরাদ্দকৃত রেট বেজ এর সমষ্টি হইল মোট রেট বেজ।

(খ) **ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদ (Used and Useful Assets):—**

(অ) একটি বিতরণ প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসাব তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত:—ইনট্যানজিবল প্লান্ট (intangible plant), বিতরণ প্লান্ট (distribution plant) এবং জেনারেল প্লান্ট (general plant)। যথাযথ প্লান্টের হিসাব নাম্বার ও সংজ্ঞা ইত্যাদির জন্য কমিশনের অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (যখন প্রণীত হইবে) উল্লেখ করিতে হইবে।

(i) সংক্ষেপে, ইনট্যানজিবল প্লান্ট (intangible plant) খাতে, প্রতিষ্ঠান গঠন ব্যয়, লাইসেন্স ও অনুমতি গ্রহণের ব্যয় এবং বিবিধ ইনট্যানজিবল প্লান্ট বাবদ ব্যয় হিসাবভুক্ত করা হয়। চাহিদার ভিত্তিতে বিতরণ শ্রেণির হিসাবে ইনট্যানজিবল প্লান্টের ব্যয় বরাদ্দ হইবে।

(ii) বিতরণ প্লান্ট নিম্নের ছকের ভিত্তিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত হইবে, যথা:

বিবরণ	বরাদ্দ		
	চাহিদা সংক্রান্ত	বৈদ্যুতিক এনার্জি সংক্রান্ত	ভোক্তা সংক্রান্ত
ভূমি ও ভূমি অধিকার	X		X
অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন	X		X
স্টেশন যন্ত্রপাতি	X		
স্টোরেজ ব্যাটারী যন্ত্রপাতি	X		
খুঁটি, টাওয়ার ও ফিক্সার	X		X
ওভারহেড কনডাক্টর ও যন্ত্রপাতি	X		X
আন্ডারগ্রাউন্ড কন্ডুইট (conduit)	X		X
আন্ডারগ্রাউন্ড কনডাক্টর ও যন্ত্রপাতি	X		X
লাইন ট্রান্সফরমার	X		X
সার্ভিস-ড্রপ			X
মিটার			X
ভোক্তার আঙ্গিনায় স্থাপিত সরঞ্জামাদি (installations)			X
ভোক্তার আঙ্গিনায় ইজারা প্রদত্ত সম্পত্তি			X

(iii) জেনারেল প্লান্ট (general plant) এর অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহ, যথা:—ভূমি ও ভূমি অধিকার, অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন, অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি, পরিবহন যন্ত্রপাতি, ভাণ্ডার যন্ত্রপাতি, হস্তচালিত যন্ত্রপাতি (tools), দোকান ও গ্যারেজ যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, বিবিধ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ট্যানজিবল প্লান্ট। চাহিদা ও ভোক্তা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ভিত্তিতে ভোক্তা শ্রেণিকে জেনারেল প্লান্ট বরাদ্দ করা হয়।

(আ) যেরূপ ছকে বর্ণিত হইয়াছে, ভোক্তা শ্রেণিকে তাহাদের চাহিদার ভিত্তিতে স্টেশন যন্ত্রপাতি ও স্টোরেজ ব্যাটারী যন্ত্রপাতি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বরাদ্দ করা হয়। চাহিদা নির্দেশক (demand allocator) সম্পর্কে এই পদ্ধতি (methodology)-তে বর্ণিত পরবর্তী আলোচনা অনুসারে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল প্লান্টের মোট বুক ভ্যালু (book value) প্রত্যেক শ্রেণির চাহিদা নির্দেশক দ্বারা গুণ করিয়া সার-সংক্ষেপ ছকে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(ই) সার্ভিসেস, মিটার, ভোক্তার আঙ্গিনায় স্থাপিত সরঞ্জামাদি এবং ভোক্তার আঙ্গিনায় ইজারা প্রদত্ত সম্পত্তি ভোক্তা শ্রেণির সরাসরি অর্পণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রেট শ্রেণিকে বরাদ্দ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন, আবাসিক মিটারের ব্যয় সার-সংক্ষেপ ছকে আবাসিক ভোক্তাদের বিপরীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য যে কোন ব্যয়, যাহা সরাসরি ন্যস্ত করা যায় না, এই পদ্ধতি (methodology)-তে পরবর্তীতে উল্লিখিত ভোক্তা বরাদ্দ ফ্যাক্টর (allocation factor) দ্বারা গুণ করিয়া সার-সংক্ষেপ ছকে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(ঈ) যে সকল প্লান্ট উপাদানের চাহিদা ও ভোক্তা সংক্রান্ত উভয় প্রকার ব্যয় রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে চাহিদা ও ভোক্তার মধ্যে ব্যয় ভাগাভাগি করিবার জন্য নিম্নতম সাইজ (size) পদ্ধতি ব্যবহার করিবে। নিম্নতম সাইজ পদ্ধতি অনুসারে, বর্তমানে স্থাপন করা যাইবে এইরূপ খুঁটি, কনডাক্টর, কেবল ট্রান্সফরমার ও সার্ভিস-ড্রপের নিম্নতম সাইজ নির্ধারণের প্রয়োজন হইবে। অতঃপর প্রত্যেকটি স্থাপিত আইটেমের গড় বুক ভ্যালু (book value) নির্ণীত হয় এবং ভোক্তার অংশ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা বাকী থাকে তাহা হইল চাহিদা অংশ। উদাহরণস্বরূপ, ওভারহেড (overhead) কনডাক্টরের ক্ষেত্রে, ধরা যাক, নিম্নতম সাইজের কনডাক্টর বর্তমানে স্থাপিত হইতেছে। ভোক্তার অংশ নিরূপণের জন্য, নিম্নতম সাইজের কনডাক্টরের প্রতি মাইলের গড় স্থাপিত প্রদর্শিত ব্যয় (average installed book cost)-কে সার্কিট মাইল দ্বারা গুণ করিতে হইবে। হিসাবে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই চাহিদা। এই উদাহরণটিতে, উক্ত নিম্নতম সাইজের পদ্ধতিতে নির্ণীত হইতে পারে যে, ওভারহেড (overhead) কনডাক্টরের ৭৫%-ই ভোক্তা সংশ্লিষ্ট। অতঃপর উক্ত ৭৫% ব্যয় ভোক্তা বরাদ্দ নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণিকে বরাদ্দ করা হইবে। অবশিষ্ট ২৫% ব্যয় চাহিদা বরাদ্দ নীতির ভিত্তিতে বরাদ্দ হইবে। যেখানে চাহিদা ও ভোক্তার মধ্যে বরাদ্দে বিভক্তি থাকা প্রয়োজন সেখানে ভূমি ও কাঠামো অন্যান্য খাতের গড়ের ভিত্তিতে বরাদ্দ হইবে।

(উ) নূতন সম্পদ যখন ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য হইবে তখন উহা রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সম্পদ মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং উহার প্রকৃত ব্যয় (original cost) উহার মূল্যরূপে নির্ধারিত হইবে।

(ঊ) অবচয় একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা অবচয়যোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যকে নীট স্যালভেজ ভ্যালু (net salvage value) সমন্বয় পূর্বক, একটি নিয়মানুগ ও যৌক্তিক উপায়ে উক্ত সম্পদের স্বাভাবিক ব্যবহারোপযোগী আয়ুষ্কালে বণ্টন করা হয়।

(ঋ) সম্পদের সংযোজন ও ক্ষমতা বর্ধন (addition and improvement) বাবদ প্রকৃত ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্লান্টের মূল্যের সহিত যুক্ত হইবে। প্লান্টের স্বাভাবিক কর্মকাল শেষ হইবার পর নীট স্যালভেজ ভ্যালু (net salvage value) ব্যতিত পুঞ্জিভূত অবচয় রিজার্ভের বিপরীতে সম্পদের প্রকৃত ব্যয় সমন্বয় করিতে হইবে। রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও ছোটখাট জিনিসের প্রতিস্থাপন ব্যয় পরিচালন খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(এ) ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কমিশন লাইসেন্সীর সম্পদের অবচয় নির্ণয়ের জন্য স্ট্রেইট-লাইন অবচয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে। সম্পদের ব্যবহার্য অথবা প্রমিত আয়ুষ্কাল বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এবং কমিশন কর্তৃক স্থিরকৃত সিডিউল অনুযায়ী নির্ধারণ হইবে এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা যাইতে পারে। কমিশন পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অবচয় সিডিউল জারি করিবে।

(ঐ) চলতি অবচয়ের পরিমাণ বুক ভ্যালুর (book value) উপর নির্ণীত হইবে এবং মোট খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। অবচয় সম্পদের কস্টের উপর নির্ণীত হইবে, পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তিতে নয়। পরবর্তী কোন সংশোধনের ভিত্তিতে উহার পুনর্মূল্যায়ন হইবে না। কোন বিতরণ প্রতিষ্ঠান যদি বিভিন্ন শ্রেণির সার্ভিসের প্রস্তাব করে, যথা:- স্থায়ী এবং বিরতিপূর্ণ (interruptible), তাহা হইলে বিভিন্ন শ্রেণির প্রতি যেরূপে সম্পদ বরাদ্দ হইয়াছে সেই একইরূপে অবচয়ও বরাদ্দ হইবে।

(ও) ভোক্তা শ্রেণিকে যেরূপে প্লান্ট (plant) ব্যয় বরাদ্দ করা হয় সেই একইরূপে তাহাদিগকে অবচয় খরচও বরাদ্দ করা হইবে, তাহা চাহিদা, ভোক্তা বা উভয়ের সম্মিলিত যে ভিত্তিতেই হউক না কেন।

(৪) **রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Regulatory Working Capital):-**

(ক) **সার-সংক্ষেপ:—**

(অ) রেট বেজ (rate base) এর শেষ প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (regulatory working capital)। লাইসেন্সীর ট্যারিফ ডিজাইনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত "ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" ধারণা হইতে "রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" ভিন্ন অর্থ বহন করে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল, লাইসেন্সীর দৈনন্দিন পরিচালন খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ যোগান এবং প্লান্ট-বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকারের বিনিয়োগ যাহা লাইসেন্সীর চলমান পরিচালন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, ইহা লাইসেন্সীর স্বাভাবিক পরিচালন তহবিল যাহার প্রয়োজনীয়তা মাস হইতে মাসান্তরে চলিতে থাকে।

(আ) ইহা নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য এবং কোন অগ্রিম প্রদান থাকিলে উহার সমষ্টি, এবং উহা হইতে ভোক্তার মোট আমানত বাদে অবশিষ্ট অর্থ।

বিতরণ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল + মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য + অগ্রিম প্রদান - ভোক্তা আমানত

(ই) মোট প্লান্ট (plant) বরাদ্দের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণিকে রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বরাদ্দ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ যদি আবাসিক ভোক্তা শ্রেণিকে বরাদ্দকৃত খুঁটি, কনডাক্টর ইত্যাদির অর্থ সমস্ত প্লান্ট হিসাবের সমষ্টির ৭০% হয়, তাহা হইলে রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ৭০% আবাসিক শ্রেণিকে বরাদ্দ করিতে হইবে।

(খ) **নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Cash Working Capital):—**

(অ) নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল, পরিচালন খরচ মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, নগদ ব্যালেন্সের ঘাটতি নির্বাহ এবং সার্ভিসের জন্য খরচ ও সার্ভিস হইতে প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান।

(আ) লাইসেন্সীর নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল ১ (এক) বৎসরের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচের ১/৬ অংশ। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে এই হিসাব সার্ভিস হইতে প্রাপ্তির পূর্বেই সার্ভিসের খরচের প্রয়োজনীয়তার গড় হিসাব নির্ণয় করা হয়। ফর্মূলাটি নিম্নরূপ:-

নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = (১/৬) × (বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ)

(গ) **মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য (Materials and Supplies Inventory):—**

(অ) মালামাল ও সরবরাহের মজুদ (materials and supplies) হইল লাইসেন্সীর সার্ভিস প্রদানের দৈনন্দিন চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ও সরবরাহের মোট মূল্য (materials and supplies inventory value)।

(আ) এই উদ্দেশ্যে, যাচাই বর্ষে ১২ (বার) মাসের গড় ব্যবহৃত হয়।

মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য = (মালামাল ও সরবরাহের বার মাসের মোট মূল্য) ÷ ১২

(ই) চাহিদা ও ভোক্তা সংক্রান্ত ব্যয়ের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণিকে মালামাল ও সরবরাহ মজুদ মূল্য বরাদ্দ করা হয়।

(ঘ) **অগ্রিম প্রদান (Prepayments):—**

(অ) যে সময়ের জন্য প্রযোজ্য সেই সময়ের পূর্বে প্রদান করা হইলে তাহাকে অগ্রিম প্রদান বলে। অগ্রিম ভাড়া, বীমা ও কর ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। মালামাল ও সরবরাহের মূল্যের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী সাধারণতঃ ইহা নির্ণীত হয়।

(আ) গড় মাসিক পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একাধিক যাচাই বর্ষের তথ্য বিবেচনা করিতে হইবে। অগ্রিম প্রদত্ত আইটেম যেইগুলি দীর্ঘ সময়ব্যাপী পূর্ব পরিশোধিত হইয়াছে সেই ব্যালেন্সগুলি যোগ করিতে হইবে এবং তারপর যাচাই বর্ষের জন্য গড় নির্ধারণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যাচাই বর্ষে যদি ৩ (তিন) বৎসরের জন্য ইনস্যুরেন্স অগ্রিম পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে মোট পরিমাণকে ৩ (তিন) দ্বারা ভাগ (÷) করিয়া ভাগফল ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক অগ্রিম প্রদান খাতে যোগ করিতে হইবে।

মাসিক গড় ভ্যালু প্রণয়নে এই পরিমাণকে ১২ (বার) দ্বারা ভাগ (÷) করিয়া প্রদত্ত অগ্রিমকে রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(ই) অগ্রিম আয়কর একটি অগ্রিম প্রদান যাহা রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমদানিকৃত আইটেমের চালান মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর ধার্য করা হয়। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লাইসেন্সীর অগ্রিম পরিশোধিত আয়করের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য লাইসেন্সীগণ যাচাই বর্ষে পরিশোধিত অগ্রিম আয়করের ১/১২ অংশ যোগ করিবে।

(ঙ) **ভোক্তা আমানত (Consumer Deposits)।**—সেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্সী সাধারণতঃ ভোক্তাদের নিকট হইতে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা দায় পরিশোধে ব্যর্থ ভোক্তার ক্ষেত্রে লাইসেন্সীর জন্য এক প্রকার বীমার কাজ করে। লাইসেন্সীগণ এই অগ্রিম তাহাদের চলতি মূলধনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ব্যবহার করে। যেহেতু এই অর্থ লাইসেন্সীর নিজের অর্থ নহে, তাই রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের উপর রিটার্ণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, ইহাকে রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের মোট পরিমাণ হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। যদি লাইসেন্সী উক্ত অগ্রিমের উপর সুদ প্রদান করে তাহা হইলে সেই সুদ খরচ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) রেট অব রিটার্ণ অন কোয়ালিফাইং অ্যাসেটস (Rate of Return on Qualifying Assets):-

(ক) সার-সংক্ষেপ:—

(অ) কোয়ালিফাইং সম্পদ (qualifying assets) বা রেট বেজের উপর বিতরণ রিটার্ণ রেট (distribution rate of return) মূলধনের ভারিত গড় ব্যয় (weighted average cost of capital) হিসাবে নিম্নের ফর্মূলা অনুযায়ী নির্ণয় করা হইবে:

$$\text{রিটার্ণ রেট} = \frac{[(\text{ইক্যুইটি মূলধন} \times \text{ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন} \times \text{ঋণের সুদের শতকরা হার})]}{(\text{ইক্যুইটি মূলধন} + \text{ঋণ মূলধন})}$$

যেখানে:

"ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার" হইতেছে ইক্যুইটি মূলধনের উপর রিটার্ণ রেট (rate of return) যাহা অনুচ্ছেদ ৩ (৫) (খ) অনুসারে নির্ণয় করা হয়।

"ঋণের সুদের শতকরা হার" হইতেছে ঋণ মূলধনের সুদের হারের হিসাবকৃত ভারিত মূল্য (weighted value) যাহা অনুচ্ছেদ ৩ (৫) (গ) অনুযায়ী নির্ণয় করা হয়।

(আ) লাইসেন্সীর জন্য নির্ণীত সামগ্রিক রিটার্ণ রেট সকল ভোক্তা শ্রেণির প্রতি অভিন্নরূপে প্রযোজ্য হইবে।

(খ) রিটার্ণ অন ইক্যুইটি (Return on Equity):—

$$\text{ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার} = \frac{[(\text{কমন স্টক পরিমাণ} \times \text{লভ্যাংশের হার}) + (\text{অবশিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণ} \times \text{নন-স্টক রেট})]}{(\text{কমন স্টক পরিমাণ} + \text{অবশিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণ})}$$

(অ) কমন স্টকের (common stock) ক্ষেত্রে, যাচাই বর্ষে অনাদায়ী কমন স্টকের পরিমাণকে সাধারণতঃ যাচাই বর্ষে প্রদত্ত সর্বশেষ লভ্যাংশের হার দ্বারা গুণ করা হয়।

(আ) লাইসেন্সীর আয়ত্তাধীনে বিদ্যমান অবশিষ্ট ইক্যুইটির ক্ষেত্রে, যদি উহা সরকারের মালিকানাধীন হয়, তাহা হইলে সরকারের ঋণের হার ব্যবহৃত হইবে।

(ই) সরকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাধীন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট ইক্যুইটির মূলধন ব্যয় (cost of capital) সরকারের মূলধন ব্যয়ের সমান হইবে। রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিলাম অনুসারে, ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী বাংলাদেশ ট্রেজারি বিলের জন্য সাম্প্রতিকতম ট্রেজারি বিল নিলাম রেট ব্যবহৃত হইবে। যদি যাচাই বর্ষ চলাকালীন কোন নিলাম না হইয়া থাকে, তবে যাচাই বর্ষের পূর্বে সর্বশেষ এই জাতীয় নিলামের যে রেট বিদ্যমান ছিল তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

(ঈ) যদি লাইসেন্সী বেসরকারি মালিকানাধীন বিতরণ কোম্পানি হয় যাহার প্রতি কমিশনের প্রবিধান প্রযোজ্য, তাহা হইলে অবশিষ্ট ইক্যুইটি রেট নিম্নবর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী নির্ণীত হইবে।

(উ) রিটার্ণ অন ইক্যুইটি নির্ণয়ে কমিশনের অগ্রাধিকার হইল ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (Capital Assets Pricing Model - CAPM) পদ্ধতি। ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইক্যুইটি মূলধন ব্যয় হইল ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ণ এবং বিনিয়োগকারীকে মার্কেট রিস্কের (market risk) ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত রিটার্ণের যোগফল। ইহা সাধারণভাবে "বেটা" (Beta) নামে অভিহিত। সামগ্রিক মার্কেট রিটার্ণের (market return) সহিত স্টক রিটার্ণ (stock return) যে পরিমাণ উঠানামা করে "বেটা" তাহা নির্দেশ করে। একজন লাইসেন্সীর স্টকের অতীত রিটার্ণসমূহ মার্কেট রিটার্ণসমূহের সহিত তুলনা করা হয় এবং ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

(ঊ) ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনকারী লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে ইক্যুইটির উপর একটি রেট অব রিটার্ণ সুপারিশ করা এবং উক্ত ইক্যুইটি রেটের যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। কমিশন উহার কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণ এবং গণশুনানিতে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে উক্ত ইক্যুইটি রেট নির্ধারণ করিবে।

(ঋ) ইক্যুইটির উপর রিটার্ণ নির্ধারণের অন্যান্য পদ্ধতি নিম্নরূপ:- ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (discounted cash flow), রিস্ক প্রিমিয়াম এ্যাপ্রোচ (risk primium approach) এবং কমপ্যায়ার‍্যাবল আর্নিংস এ্যাপ্রোচ (comparable earnings approach)।

(i) ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (discounted cash flow) পদ্ধতি অনুসারে ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন স্টকের মূল্য হইতেছে ভবিষ্যতে উহা হইতে যে আয় পাওয়া যাইবে উহার বর্তমান মূল্যমান। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জটিলতা এই যে, ইহাতে বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। যদি লাইসেন্সীর স্টক প্রকাশ্যে কেনা-বেচা না হয় অথবা নূতন কেনা-বেচা হয়, তাহা হইলে ইহা একটি ধারণা নির্ভর বা বিষয়কেন্দ্রীক (subjective) সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে।

(ii) রিস্ক প্রিমিয়াম (risk primium) পদ্ধতি সচরাচর ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইক্যুইটির রেট অব রিটার্ণ ঋণের রেট অব রিটার্ণ অপেক্ষা বেশী হইবে। ইক্যুইটির কস্ট (cost of equity) হইল দীর্ঘমেয়াদী ডেট কস্ট এবং রিস্ক প্রিমিয়াম এর সমষ্টি। রিস্ক প্রিমিয়াম নির্ধারণ অতীত স্টক রেকর্ড ও তথ্যের উপর নির্ভর করে।

(iii) কমপ্যায়ার‍্যাবল আর্নিংস এ্যাপ্রোচ (comparable earnings approach) পদ্ধতিতে অন্যান্য লাইসেন্সীর একটি গ্রুপ নমুনা সংগৃহিত হয় এবং ইক্যুইটি রিটার্ণের একটি যৌগিক রেট (composite rate) নির্ধারণ করিয়া লাইসেন্সী কর্তৃক প্রস্তাব পেশ করা হয়। এইক্ষেত্রেও, একইরূপ ইক্যুইটি রেট কার্যধারার রেকর্ড এবং ফলাফল প্রয়োজন হয়।

(এ) কমিশন কোন ট্যারিফ আবেদন বিবেচনা করিতে এই সকল পদ্ধতিই প্রয়োগ করিবে, তবে ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ণ এবং মার্কেট রিস্ক (market risk) বিবেচনায় CAPM এর ন্যায় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। রেট অব রিটার্ণ প্রতিষ্ঠার বিষয়াদি প্রমাণ করার দায়িত্ব লাইসেন্সীর উপর বর্তাইবে।

(ঐ) ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনকারী লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে নন-স্টক ইক্যুইটির উপর একটি রেট অব রিটার্ণ সুপারিশ করা এবং উক্ত রেটের যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। কমিশন, উহার কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণ এবং গণশুনানিতে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনাক্রমে, উক্ত রেট নির্ধারণ করিবে। আংশিক সরকারি মালিকানাধীন লাইসেন্সীর জন্য, উপযুক্ত ও অনুমোদিত সুপারিশের অবর্তমানে, কমিশন কেবল যাচাই বর্ষে অনুষ্ঠিত ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী নোটের সাম্প্রতিকতম ট্রেজারি বিল নিলাম রেট গ্রহণ করিবে। যদি যাচাই বর্ষে কোন নিলাম অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাচাই বর্ষের পূর্বে সর্বশেষ নিলামে যে রেট বিদ্যমান ছিল তাহা ব্যবহৃত হইবে।

(গ) **রিটার্ণ অন ডেট (Return on debt):**

$$\text{ঋণের সুদের শতকরা হার} = \frac{[(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} \times \text{ঋণের সুদের হার}) + (\text{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ} \times \text{লভ্যাংশের হার})]}{(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} + \text{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ})}$$

(অ) যদি ভিন্ন ভিন্ন সুদের হারের অনেকগুলি দীর্ঘ মেয়াদী ডেট ইন্সট্রুমেন্ট (debt instrument) থাকে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন লভ্যাংশের হারের অনেকগুলি প্রেফার্ড স্টকের (preferred stock) ইস্যু থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একইরূপ ভারিত ব্যয় (weighted cost) হিসাব করিতে হইবে।

(আ) দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদের হারের ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রয়োগকৃত ঋণের সুদের হার ব্যবহার করিবে, এমনকি ঋণ তহবিল (loan funds) যদি দাতা সংস্থার নিম্নতর সুদের হারের ঋণ হইতেও সংগৃহিত হইয়া থাকে।

(ই) এই হিসাবে ঋণের বকেয়া পরিমাণ (বা অপরিশোধিত পরিমাণ) ব্যবহৃত হইবে, প্রকৃত ঋণের পরিমাণ নহে।

(ঈ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের একটি সার-সংক্ষেপ প্রদান করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা:- উক্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উৎস ও তারিখসহ প্রকৃত ঋণের পরিমাণ, প্রকৃত ঋণের মোট পরিশোধের পরিমাণ, যাচাই বর্ষে যে মেয়াদের জন্য ঋণ প্রযোজ্য ছিল সেই মেয়াদ, সুদের হার, যাচাই বর্ষে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ, যাচাই বর্ষে পরিশোধিত প্রকৃত ঋণের পরিমাণ, এবং পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ।

(ঘ) **ওভারঅল রেট অব রিটার্ণ (Overall Rate of Return):—**

(অ) এই অনুচ্ছেদের মূল অংশে [অনুচ্ছেদ ৩ (৫) (ক) (অ)] প্রদর্শিত রেট অব রিটার্ণ নির্ণয়ের মৌলিক ফর্মূলাটি সরকারি বা বেসরকারি মালিকানাধীন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। ফর্মূলাটি নিম্নে পুনরুল্লিখিত হইল:-

$$\text{ওভারঅল রেট অব রিটার্ণ} = \frac{[(\text{ইক্যুইটি মূলধন} \times \text{ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন} \times \text{ঋণের সুদের শতকরা হার})]}{(\text{ইক্যুইটি মূলধন} + \text{ঋণ মূলধন})}$$

(আ) এই রেট অব রিটার্ণ বিতরণ প্রতিষ্ঠানকে উহার বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জনের সুযোগ প্রদান করিবে, যাহা উহার দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দায় পরিশোধ এবং মূলধন সৃষ্টির সামর্থ্যের জন্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ই) এই পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ণীত রিটার্ণ রেট সকল রেট শ্রেণির ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হইবে, অর্থাৎ একই রেটকে প্রত্যেক শ্রেণির সম্পদ-মূল্য দ্বারা গুণ করিতে হইবে উক্ত শ্রেণির সম্পদের উপর রিটার্ণ নির্ণয়ের জন্য।

(৬) **মোট খরচ (Total Expenses):**

(ক) **সার-সংক্ষেপ:—**

(অ) মোট খরচ হইল লাইসেন্সীর সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, ট্যারিফ বৎসরে ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য সম্পদের স্ট্রেইট লাইন (straight line) ভিত্তিক অবচয় খরচ, কর এবং লাইসেন্সীর সিস্টেম পরিচালন সম্পর্কীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচাদির যোগফল, যাহা নিম্নরূপ:-

মোট খরচ = পরিচালন ও রক্ষাণাবেক্ষণ খরচ + অবচয় + আয়কর ও অন্যান্য কর

(আ) বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Bangladesh Accounting Standard) এবং কমিশন কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) এর উপর ভিত্তি করিয়া খরচাদি নির্ণীত হইবে।

(ই) প্রত্যেকটি ট্যারিফ আবেদনের খরচের হিসাব ১২ (বার) মাসের প্রকৃত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(ঈ) কমিশন কর্তৃক যথাযথ নিরীক্ষার সুবিধার্থে, ট্যারিফ নিরূপণের জন্য সকল খরচের যতদূর সম্ভব বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(উ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ব্যবসায়ের সেই সকল খরচ যাহা সার্ভিস প্রদানের সহিত সরাসরি জড়িত বা উহা হইতে উদ্ভূত এবং সার্ভিস ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণজনিত খরচ। যদি লাইসেন্সী জমাকৃত ভোক্তার আমানতের উপর সুদ প্রদান করে, তাহা হইলে উক্ত সুদ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঊ) চলমান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া এবং সার্ভিস প্রদান শুরু না হওয়া পর্যন্ত রেট নির্ধারণে বিবেচ্য হইবে না।

(ঋ) স্থায়ী সম্পদের বুক ভ্যালুর উপর স্থিরকৃত অবচয়, মোট খরচে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং ইহা পুনর্মূল্যায়নের বিষয় নয় যাহা, সম্পদ মূল্যায়নে পরবর্তী যে কোন সংশোধনীর উপর নির্ভর করে।

(এ) সকল প্রযোজ্য করসমূহ কস্ট অব সার্ভিসের মধ্যে গণ্য হইবে এবং খরচ হিসাবে যোগ হইবে।

(ঐ) নিম্নের আলোচনা অনুযায়ী, এই খরচসমূহ প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির প্রতি বরাদ্দ করা হইবে।

(খ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (Operation and Maintenance Expenses):—

(অ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ব্যবসায়ের সেই সকল খরচ যাহা সার্ভিস প্রদানের সহিত সরাসরি জড়িত বা উহা হইতে উদ্ভূত এবং সার্ভিস ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণজনিত খরচ।

(আ) বিতরণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কয়েকটি প্রধান প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা:- বিতরণ, ভোক্তার হিসাব, বিক্রয়, এবং প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ। খরচ সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনার পরে প্রদত্ত একটি ছকে সেবার প্রত্যেকটি শ্রেণির প্রতি বরাদ্দের জন্য বিভিন্ন খরচের প্রতি প্রযোজ্য বরাদ্দ নীতির (allocation factors) উল্লেখ করা হইয়াছে।

(i) **বিতরণ খরচ (Distribution Expenses):—**

বিতরণ খরচ দুইটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা:- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ। পরিচালন খরচ নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত, যথা:- পরিচালন, তদারকি ও প্রকৌশল (operation, supervision and engineering); লোড ডিসপাচিং (load dispatching); SCADA; স্টেশন (station); ওভারহেড (overhead) লাইন; আন্ডারগ্রাউন্ড

লাইন; মিটার; ভোক্তার স্থাপনা খরচ; বিবিধ বিতরণ খরচ এবং ভাড়া। নিম্নোক্ত খরচসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ খরচের অন্তর্ভুক্ত, যথা:—রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও প্রকৌশল; অবকাঠামো; স্টেশন যন্ত্রপাতি; ওভারহেড লাইন; আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন; লাইন ট্রান্সফরমার; মিটার এবং বিবিধ বিতরণ প্লান্ট। নিম্নে প্রদত্ত ছক অনুসারে উল্লিখিত খরচসমূহ সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণির বিপরীতে বরাদ্দ করা হইবে।

(ii) **ভোক্তার হিসাব সংক্রান্ত খরচ (Consumer Accounts Expenses):—**

ভোক্তার হিসাব সংক্রান্ত খরচ কেবল পরিচালন খরচরূপে বিবেচিত হয়। নিম্নোক্ত খরচসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত, যথা:—তদারকি, মিটার রিডিং, ভোক্তার রেকর্ড ও বিল আদায়, অনাদায়যোগ্য হিসাব এবং ভোক্তার হিসাব সম্পর্কিত বিবিধ খরচ। এই খরচসমূহ ভোক্তা বরাদ্দের অনুপাতের (consumer allocation ratios) ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণির বিপরীতে বরাদ্দ করা হয়।

(iii) **বিক্রয় খরচ (Sales Expenses):—**

বিক্রয় খরচ কেবল পরিচালন খরচরূপে বিবেচিত হয়। নিম্নোক্ত খরচসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত, যথা:—তদারকি, বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, এবং বিবিধ বিক্রয় খরচ। এই খরচসমূহ ভোক্তা বরাদ্দের অনুপাতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণির বিপরীতে বরাদ্দ করা হয়।

(iv) **প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ (Administrative and General Expenses):—**

প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা:—পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ; তবে এই খরচের বৃহদাংশই পরিচালন সংশ্লিষ্ট। পরিচালন খরচের মধ্যে রহিয়াছে: প্রশাসনিক ও সাধারণ বেতনাদি, অফিস সরবরাহ ও খরচ, স্থানান্তরিত প্রশাসনিক খরচ, বাহিরের সেবা, সম্পত্তি বীমা, ক্ষয়ক্ষতি, কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা, ফ্রানচাইজ (franchise), কমিশন লাইসেন্স ফিস, প্রতিলিপি প্রস্তুত খরচ, বিবিধ সাধারণ খরচ, হায়ার্ড সার্ভিস (hired service) এবং ভাড়া। রক্ষণাবেক্ষণ খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে কেবল জেনারেল প্লান্ট (general plant) এর রক্ষণাবেক্ষণ।

(ই) এই খরচসমূহ ভোক্তা ও চাহিদা বরাদ্দের অনুপাতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণির বিপরীতে বরাদ্দ করা হয়।

বিবরণ	বরাদ্দ নির্ণায়ক (allocators)		
	চাহিদা সংক্রান্ত	বৈদ্যুতিক এনার্জি সংক্রান্ত	ভোক্তা সংক্রান্ত
পরিচালন			
পরিচালন, তদারকি ও প্রকৌশল	X	X	
লোড ডিসপাচিং (load despatching)	X		
স্টেশন খরচ	X		
ওভারহেড (overhead) লাইনের খরচ	X	X	
আন্ডারগ্রাউন্ড লাইনের খরচ	X	X	
মিটার খরচ			X
ভোক্তার স্থাপনা খরচ (consumer installation expenses)			X
বিবিধ বিতরণ খরচ	X		X
ভাড়া	X		X
রক্ষণাবেক্ষণ			
রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও প্রকৌশল	X		X
অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	X		X
স্টেশন যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	X		
ওভারহেড (overhead) লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ	X		X
আন্ডারগ্রাউন্ড লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ	X		X
লাইন ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ	X		X
মিটার রক্ষণাবেক্ষণ			X
বিবিধ বিতরণ প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ			X
ভোক্তার হিসাব			
ভোক্তা সংক্রান্ত খরচ			X
বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান (sales promotions)			X
প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	X		X

(ঈ) যেক্ষেত্রে উপরের ছকে বর্ণিত কোন আইটেমের (item) যুগ্ম বরাদ্দ নির্ণায়ক, যথা:—চাহিদা ও ভোক্তা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে প্লান্ট বরাদ্দের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বরাদ্দ সম্পন্ন করিতে হইবে। তদারকির খরচ বরাদ্দের ক্ষেত্রে যাহা চাহিদা ও বৈদ্যুতিক এনার্জি উভয় সংশ্লিষ্ট, সেইক্ষেত্রে শ্রম খরচের বিস্তারিত টাইম স্টাডি (time study) সম্পন্ন করিয়া তদারকি খরচ বণ্টন করিতে হইবে।

(ঊ) মাসিক সার্ভিস চার্জ বা অন্য কোন বিবিধ চার্জ নির্ণয়ে যে সমস্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে সেইসব খরচ মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(ঊ) **বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি (Foreign Currency Exchange Rate Fluctuation):—**

(i) বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে কিছু লাভ-ক্ষতি হইতে পারে। যদিও বিষয়টি ঋণ সংক্রান্ত, তবুও এই বিনিময় সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতি আয় বা খরচরূপে গণ্য হইতে পারে। ইহা প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ii) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত খরচের বরাদ্দ চাহিদা বরাদ্দের ভিত্তিতে হইবে।

(গ) **অবচয় (Depreciation):—**

(অ) যাচাই বর্ষে ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সকল সম্পদের বার্ষিক মোট অবচয়ের পরিমাণ অবচয় খরচ খাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(আ) এই খরচ প্রত্যেক প্লান্ট (plant) হিসাবের শতকরা হারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণির বিপরীতে বরাদ্দ হইবে।

(ঘ) **আয়কর ও অন্যান্য কর (Income and Other Taxes):—**

(অ) লাইসেন্সীর কর বাবদ খরচ, ব্যবসা খরচ হিসাবে সার্ভিস প্রদানের বিপরীতে আদায়যোগ্য হইবে।

(আ) লাইসেন্সীর পরিচালন এর ক্ষেত্রে দুই প্রকার কর (tax) সরাসরি প্রযোজ্য, যথা:—ভূমিকর ও আয়কর।

(i) কর্মচারীর বেতন বা ঠিকাদারের বিল হইতে যে অর্থ লাইসেন্সী সরকারকে প্রদানের জন্য কাটিয়া রাখে তাহা ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সী প্রদত্ত সেবার খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। তবে উক্তরূপে কর্তিত অর্থের অতিরিক্ত কোন অর্থ লাইসেন্সী সরকারকে প্রদান করিলে তাহা সেবার খরচের একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইবে। যদি লাইসেন্সী অন্য কোন কর (tax) পরিশোধ করে যাহা এই পদ্ধতি (methodology)-তে আলোচিত হয় নাই কিন্তু যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যুৎ বিতরণের উপর রহিয়াছে, তাহা হইলে উহা সার্ভিস খরচের একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(ii) মূল্য সংযোজন কর (VAT) বিতরণ পর্যায়ে ভোক্তার নিকট হইতে আদায় করা হয়, বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সীর উপর বর্তায় না।

(iii) ভূমিকর সাধারণতঃ বিবিধ খরচ হিসাবে প্রদর্শিত হয়।

(iv) যাচাই বর্ষে সরকারকে পরিশোধিত আয়কর ট্যারিফ ডিজাইনে খরচ হিসাবে ধরা হইবে।

(ই) বাংলাদেশে মালামাল আমদানির সময় একজন লাইসেন্সী মূল্য সংযোজন কর (VAT), আমদানি শুল্ক ও অগ্রিম আয়কর প্রদান করে। আমদানিকৃত পণ্যের চালান-মূল্যের উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়।

(ঈ) আমদানিকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (VAT) ও আমদানি শুল্ক সম্পদ বা মালামাল সংগ্রহ ব্যয়ের একটি অংশ, তাই উক্ত সম্পদ বা মালামালের হিসাবের সময় উহার সংগ্রহ-মূল্যের একটি অংশরূপে উহা পরিগণিত হইবে। এই মূল্যই অবচয় এবং সম্পদের উপর রিটার্ণ নির্ধারণে ব্যবহৃত হইবে।

(উ) যদি লাইসেন্সী কোন ক্রয়কৃত পণ্যের উপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদান করে, তাহা ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উক্ত পণ্যের সংগ্রহ ব্যয়ের অংশরূপে সম্পদ বা মালামালের প্রদর্শিত ব্যয় (book cost) এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঊ) লাইসেন্সী কর্তৃক সরকারকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাক্কলিত অগ্রিম আয়কর প্রদান করিতে হয়। লাইসেন্সী সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য করের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করে। লাইসেন্সীর দায়িত্ব প্রাক্কলিত করের একটি নির্ধারিত অংশ অগ্রিম প্রদান করা। প্রত্যেক ৩ (তিন) মাস পর পর, লাইসেন্সী বিগত ৩ (তিন) মাসের প্রকৃত আয় ও করের দায় এর ভিত্তিতে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের প্রাক্কলন সমন্বয় করে। অর্থ বৎসর শেষে, প্রদেয় আয়করের সহিত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর এবং পণ্য আমদানির সময় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর সমন্বয় করিয়া নীট প্রদেয় আয়কর সরকারকে প্রদান করিতে হয়। যদি অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের মোট পরিমাণ একই অর্থ বৎসরে সরকারের প্রাপ্য আয়করের পরিমাণের অধিক হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত আয়কর প্রদান করিতে হয় না, এবং অগ্রিম প্রদত্ত আয়করের উদ্বৃত্ত অংশ পরবর্তী অর্থ বৎসরে জের টানা হয়। অগ্রিম আয়কর একটি অগ্রিম প্রদান এবং ইহার একটি অংশ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে (regulatory working capital) যোগ হইবে।

(ঋ) রাজস্বের পরিমাণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণিসমূহকে কর বরাদ্দ করা হয়। যদি আবাসিক শ্রেণি শতকরা ৭০ ভাগ রাজস্বের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে শতকরা ৭০ ভাগ কর উক্ত শ্রেণিকে বরাদ্দ করা হইবে।

(৭) **সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা (Recommended Annual Revenue Requirement):—**

(ক) সর্বমোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা হইবে রেট বেজ (rate base) এর উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ (return) এর পরিমাণ এবং চলতি বৎসরের মোট পরিচালন খরচ যার মধ্যে অবচয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ + পরিচালন খরচ

(খ) লাইসেন্সীর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে কি পরিমাণ বর্ধিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন তাহা নির্ণয়ের জন্য চলতি রাজস্বের সহিত উল্লিখিত সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার পরিমাণের তুলনা করিতে হইবে।

(গ) এই হিসাব প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির জন্য করা হইয়াছে, এবং সকল ভোক্তা শ্রেণির জন্য সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার সমষ্টি সর্বমোট রাজস্ব চাহিদার সমান হইবে। ক্ষুদ্র গাণিতিক পার্থক্য হইলে তাহা ইতোমধ্যে ভোক্তা শ্রেণির জন্য নির্ণীত সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার আনুপাতিক হারে ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে বণ্টিত হইবে।

(৮) **মোট চলতি রাজস্ব (Total Current Revenues):—**

(ক) মোট চলতি রাজস্ব হইবে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহের সমষ্টি, যথা:—বিতরণ সার্ভিস রাজস্ব, প্রদত্ত অন্যান্য সার্ভিস হইতে আয়, সুদ বাবদ আয়, এবং বিবিধ আয়।

মোট চলতি রাজস্ব = বিতরণ + অন্যান্য সেবা + সুদ + বিবিধ

(খ) পুনঃসংযোগ চার্জ, বিলম্ব পরিশোধ চার্জ, বিশেষায়িত (specialized) মিটার চার্জ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব বিবিধ আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(গ) প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির জন্য চলতি রাজস্ব হিসাব বইতে প্রদর্শিত প্রকৃত রাজস্বের ভিত্তিতে নির্ণীত হইবে।

(৯) **প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি (Proposed Revenue Increase):—**

(ক) চলতি রাজস্ব ও সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার মধ্যে যে পরিমাণ রাজস্বের পার্থক্য তাহাই প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি। এই রাজস্ব বৃদ্ধি ট্যারিফ বৃদ্ধি করিয়া অর্জন করিতে হয় যাহা লাইসেন্সীকে সুপারিশকৃত রেট অব রিটার্ণ (rate of return) অর্জন এবং পরিচালন খরচ মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করে।

(খ) সামগ্রিক রাজস্ব বৃদ্ধি যে পদ্ধতিতে নির্ণীত হয় সেই একই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ণীত হইবে।

প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি = সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা- চলতি রাজস্ব

(গ) উল্লিখিত প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধির উপর আয়কর প্রযোজ্য। সেই কারণে উক্ত প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধিসমূহকে সরাসরি চলতি রাজস্বের সহিত যোগ করিয়া বাস্তবায়ন করা হইলে, লাইসেন্সী সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা লাভে ব্যর্থ হইবে। ভবিষ্যৎ রাজস্বের উপর ধার্যকৃত আয়করের সমপরিমাণ কম হইবে। সম্পূর্ণ পরিমাণ নিশ্চিত করিবার জন্য প্রবৃদ্ধি মোটের উপর (gross) হিসাব করিতে হইবে। অর্থাৎ আয়করযোগ্য অংক ধরিয়া রাজস্ব প্রবৃদ্ধি বাড়াইতে হইবে। এইজন্য একটি রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (revenue conversion factor) ধরা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হইবে।

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর একটি ফর্মূলা দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফর্মূলাটি নিম্নরূপ:—

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর = ১ ÷ (১ - আয়কর হার)

(ঘ) এইভাবে কনভারশন ফ্যাক্টর নির্ণয়ের পর উহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণকে গুণ করিয়া সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে, যাহা নিম্নরূপে দেখানো যাইতে পারে:—

সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি = প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি X রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর

(ঙ) সামগ্রিক সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি যে পদ্ধতিতে নির্ণীত হয় সেই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ণীত হইবে।

(১০) **মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা (Total Recommended Annual Revenue Requirement):—**

(ক) মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা বা রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট হইল চলতি রাজস্ব এবং সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির সমষ্টি, যাহা নিম্নের ফর্মূলায় প্রদর্শিত হইয়াছে:

মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = মোট চলতি রাজস্ব + সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি

(খ) এই হিসাব প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির জন্য করা হইয়াছে, এবং সকল ভোক্তা শ্রেণির জন্য সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার সমষ্টি লাইসেন্সীর জন্য সুপারিশকৃত সামগ্রিক বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার সমান হইবে।

(১১) **বিতরণ রেট (Distribution Rate)** ।—মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা বা রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টকে কিলোওয়াট-ঘণ্টায় নিরূপিত বার্ষিক বিতরণকৃত বৈদ্যুতিক এনার্জি দ্বারা ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির বিতরণ রেট নির্ণয় করা হয়, যাহা নিম্নরূপ:—

বিতরণ রেট = মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা ÷ বার্ষিক বিতরণকৃত বৈদ্যুতিক এনার্জি (electrical energy)

৪। **সার্ভিস চার্জ (Service Charge):-**

(১) ট্যারিফ কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য চার্জ হইতেছে সার্ভিস চার্জ। লাইসেন্সীর বিতরণ ব্যবস্থার সহিত ভোক্তাদের সংযুক্ত করিতে কিছু অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, উক্ত সংযোগ বাস্তবে ব্যবহৃত হউক বা না হউক। ট্যারিফ কাঠামোতে উক্ত ব্যয়ের প্রতিফলন থাকিতে হইবে। লাইসেন্সীও অন্যান্য ভোক্তা শ্রেণির জন্য সার্ভিস চার্জ প্রস্তাব করিতে পারিবে, ভোক্তা শ্রেণি ভিন্নতায় বা কোন ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে ফেজ লেভেল ভিন্নতায় (single phase, three phase) চার্জ ভিন্ন হইবে, এবং উক্ত চার্জ কমিশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত হইবে। দফা (২) এ একটি অভিন্ন আবাসিক সার্ভিস চার্জ নির্ণয়ের হিসাব প্রদান করা হইল।

(২) **আবাসিক ফ্ল্যাট সার্ভিস চার্জ (Domestic Flat Service Charge):-** আবাসিক ফ্ল্যাট সার্ভিস চার্জ নির্ণয়ের জন্য কমিশনের হিসাব পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে। যথা:-

(ক) হিসাবরক্ষণ তথ্যাদি ব্যবহার করিয়া লাইসেন্সী সার্ভিস এবং মিটারের জন্য প্লান্ট (সম্পদ) হিসাব চিহ্নিত করিবে, যাহা আবাসিক শ্রেণিকে সার্ভিস প্রদানে ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য।

আবাসিক সার্ভিস ব্যয় + আবাসিক মিটার ব্যয় = আবাসিক সম্পর্কিত সার্ভিস চার্জ প্লান্ট ব্যয়

(খ) ইহা ছাড়াও লাইসেন্সীর হিসাবরক্ষণ তথ্যাদি হইতে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহের খরচ যোগ করিবে, যথা:- মিটার, ভোক্তা স্থাপনা (consumer's installation), মিটার রক্ষণাবেক্ষণ, ভোক্তা হিসাব তদারকি, মিটার রিডিং, ভোক্তা রেকর্ড ও বিল আদায়, ভোক্তা রেকর্ড ও বিল আদায় তদারকি, এবং ভোক্তা সহায়তা।

খরচসমূহ:

ভোক্তা খরচ = মিটার + স্থাপনা + মিটার রক্ষণাবেক্ষণ+ ভোক্তা হিসাব তদারকি + মিটার রিডিং+ ভোক্তা রেকর্ড ও বিল আদায় + ভোক্তা রেকর্ড ও বিল আদায় তদারকি + ভোক্তা সহায়তা

(গ) অতঃপর সার্ভিস চার্জ প্লান্ট ব্যয় (service charge plant costs)-কে যথাযথ ক্যারিয়িং কস্ট (carrying costs) দ্বারা গুণ করিবে।

আবাসিক সংক্রান্ত সার্ভিস চার্জ প্লান্ট হিসাব × ক্যারিয়িং কস্ট = ক্যারিয়িং কস্টস্ অন প্লান্ট

(ঘ) বৎসরের মোট সার্ভিস চার্জ খরচ নির্ণয়ের জন্য খরচের সহিত ক্যারিয়িং কস্ট যোগ করিবে।

ক্যারিয়িং কস্টস্ অন প্লান্ট + ভোক্তা খরচ = বৎসরের সার্ভিস চার্জ খরচ

(ঙ) অভিন্ন আবাসিক সার্ভিসের জন্য মাসিক সার্ভিস চার্জ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, বৎসরের সার্ভিস চার্জ খরচকে বৎসরের মোট আবাসিক ভোক্তা বিল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবে। বৎসরের গড় ভোক্তা সংখ্যাকে বার সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া ভোক্তা বিল সংখ্যা নির্ণয় করা হইবে।

(বৎসরের সার্ভিস চার্জ খরচ) ÷ (ভোক্তা বিলের সংখ্যা) = মাসিক সার্ভিস চার্জ

(৩) প্রত্যেক লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ আবেদনপত্রে সার্ভিস চার্জ নির্ণয়ে ব্যবহৃত ব্যয়ের যথার্থতা প্রমাণকল্পে উহার সহিত একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যপত্র প্রদান করিবে। উক্ত চার্জ নির্ণয়ে কোন প্লান্ট বা কোন খরচ একবার ব্যবহৃত হইলে উহা পুনরায় বিদ্যুতের বিতরণ রেট নির্ণয়ে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। সার্ভিস চার্জ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হইবে।

৫। **ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge):-**

(১) ট্যারিফ কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য চার্জ হইতেছে ন্যূনতম চার্জ। লাইসেন্সী কর্তৃক ভোক্তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের সামর্থ্যের জন্য কিছু স্থির ব্যয় হয়ে থাকে, ভোক্তা কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহার হউক বা না হউক। ট্যারিফ কাঠামোতে উক্ত ব্যয়ের প্রতিফলন থাকিতে হইবে। লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ আবেদনপত্রে ভোক্তা শ্রেণিসমূহের জন্য ন্যূনতম চার্জ প্রস্তাব করিতে পারিবে, ভোক্তা শ্রেণি ভিন্নতায় বা কোন ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে ফেজ লেভেল ভিন্নতায় (single phase, three phase) চার্জ ভিন্ন হইবে, এবং উক্ত চার্জ কমিশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত হইবে।

(২) প্রত্যেক লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ আবেদনপত্রে ন্যূনতম চার্জ নির্ণয়ে ব্যবহৃত ব্যয়ের যথার্থতা প্রমাণকল্পে উহার সহিত একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যপত্র প্রদান করিবে। উক্ত চার্জ নির্ণয়ে কোন প্লান্ট বা কোন খরচ একবার ব্যবহৃত হইলে উহা পুনরায় বিদ্যুতের বিতরণ রেট নির্ণয়ে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। ন্যূনতম চার্জ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হইবে।

৬। **বিবিধ চার্জ (Miscellaneous Charges):-**

(১) লাইসেন্সীর কোন ভোক্তা শ্রেণিকে সার্ভিস প্রদানের জন্য বিবিধ চার্জ আরোপের প্রয়োজন হইতে পারে, যথা:—পুনঃসংযোগ চার্জ, বিলম্ব পরিশোধ চার্জ, বিশেষায়িত মিটার চার্জ ইত্যাদি। লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ আবেদনপত্রে ভোক্তা শ্রেণিসমূহের জন্য বিবিধ চার্জ প্রস্তাব করিতে পারিবে, ভোক্তা শ্রেণি ভিন্নতায় বা কোন ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে ফেজ লেভেল ভিন্নতায় (single phase, three phase) চার্জ ভিন্ন হইবে, এবং উক্ত চার্জ কমিশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত হইবে।

(২) প্রত্যেক লাইসেন্সী তাহার ট্যারিফ আবেদনপত্রে বিবিধ চার্জ নির্ণয়ে ব্যবহৃত ব্যয়ের যথার্থতা প্রমাণকল্পে উহার সহিত একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যপত্র প্রদান করিবে। উক্ত রেট নির্ণয়ে কোন প্লান্ট বা কোন খরচ একবার ব্যবহৃত হইলে উহা পুনরায় বিদ্যুতের বিতরণ রেট নির্ণয়ে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। বিবিধ চার্জ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হইবে।

৭। **নিরাপত্তা জামানত (Security Deposit)।**—লাইসেন্সী কর্তৃক ভোক্তার নিকট হইতে নিরাপত্তা জামানত আদায় সংক্রান্ত বিষয়াদি কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিদ্যুৎ বিতরণ কোড (Electricity Distribution Code) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৮। **উৎসাহ (Encouragement)।**—জ্বালানী দক্ষ (energy efficient) ভোক্তা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ভোক্তাকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে কমিশন, সময়ে সময়ে, উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ উৎসাহিতকরণ কমিশন কর্তৃক প্রণীত কার্যপদ্ধতি (Code of Practice) দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **হিসাবের উদাহরণ ও ফর্মূলাসমূহের সার-সংক্ষেপঃ-**

(১) এই পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী অভিন্ন চাহিদা, বৈদ্যুতিক এনার্জি, ভোক্তা ও রাজস্ব বরাদ্দসহ শ্রেণি বরাদ্দের উদাহরণ ব্যাখ্যাসহ পরিশিষ্ট-'ক' তে প্রদান করা হইয়াছে।

(২) এই পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ণয়ের কস্ট অব সার্ভিস হিসাবের একটি নমুনা হিসাব ব্যাখ্যাসহ পরিশিষ্ট-'খ' তে প্রদান করা হইয়াছে।

(৩) এই পদ্ধতি (methodology)-তে বর্ণিত বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতির ফর্মূলাসমূহের সার-সংক্ষেপ পরিশিষ্ট-'গ' তে প্রদান করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট 'ক'

শ্রেণি বরাদ্দঃ-

১। **চাহিদা বরাদ্দঃ-**

(১) শ্রেণিসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বরাদ্দসমূহের অন্যতম হইতেছে চাহিদা সংশ্লিষ্ট খরচের বরাদ্দ। ইহা বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহারের (peak usage) সহিত সম্পর্কিত খরচ। সর্বোচ্চ চাহিদা (peak demand) বিতরণ ব্যবস্থার ভৌত ক্ষমতার সহিত সরাসরি সম্পর্কিত।

(২) ডিমান্ড রিকোয়ারমেন্ট (demand requirement) বরাদ্দের জন্য অনেকগুলি পদ্ধতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাধারণ পদ্ধতি হইল পিক রেসপন্সিবিলিটি (peak responsibility) পদ্ধতি, সর্বোচ্চ চাহিদার গড় (average of maximum demands) এবং নন-কোইন্সিডেন্ট চাহিদার (noncoincident demand) ব্যবহার।

(৩) পিক রেসপন্সিবিলিটি পদ্ধতি (peak responsibility method) মূলতঃ খরচের বহুলাংশ এইরূপ ভোক্তা শ্রেণিসমূহের প্রতি অর্পণ করে যাহারা সর্বোচ্চ পিক লোডে (peak load) বিতরণ ব্যবস্থার উপর সর্বোচ্চ চাহিদা স্থাপন করে। যদি মাত্র দুইটি শ্রেণি থাকে, একটি পিক লোড (peak load) এর ১০% এর কারণ এবং অপরটি ৯০% এর কারণ হইতে পারে; সেইক্ষেত্রে, চাহিদা ব্যয়ের ১০% প্রথম শ্রেণিকে এবং ৯০% অপর শ্রেণিকে অর্পণ করা হইবে।

(৪) সর্বোচ্চ চাহিদার গড়ের জন্য একটি পিক (peak) মাস বাছিয়া লইতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রীষ্মকালীন আগস্ট মাসকে মনোনীত করা হইল এবং সেই মাসের শ্রেণি পিক (class peak)-কে একই মাসের মোট পিক (total peak) দ্বারা ভাগ করা হইল। তারপর একটি শীতকালীন মাস ডিসেম্বরকে মনোনীত করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একইরূপ হিসাব করা হয়। অতঃপর দুই মাসের ফলাফলকে একত্রে যোগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণির জন্য দুই দ্বারা ভাগ করা হয়। এইভাবে, এক শ্রেণি আগস্ট মাসে পিক লোড (peak load) এর ২০% এর এবং ডিসেম্বরে পিক লোড (peak load) এর ১০% এর কারণ হইতে পারে। ইহার গড় পিক লোড (peak load) হইবে ১৫%। অপর শ্রেণি আগস্টে ৮০% লোড (load) এবং ডিসেম্বরে ৯০% লোড (load) এর কারণ হইতে পারে। ইহার গড় ৮৫%। অতঃপর এই পদ্ধতি অনুসারে, চাহিদা সম্পর্কিত ব্যয়ের ১৫% প্রথম শ্রেণিকে বরাদ্দ করা হইবে এবং ৮৫% দ্বিতীয় শ্রেণিকে বরাদ্দ করা হইবে। এই হিসাব দুই মাসের অধিক সময়ের জন্য অথবা, ইচ্ছা করিলে, ১২ (বার) মাসের জন্যও করা যাইতে পারে। মাসিক চাহিদাকে মাসিক মোট চাহিদা দ্বারা ভাগ করিলে একটি ১২ (বার) মাসের ভারিত গড় (weighted average) বাহির হইবে।

(৫) নন-কোইন্সিডেন্ট পদ্ধতিতে (non coincident approach) প্রত্যেক শ্রেণির সর্বোচ্চ চাহিদা ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণির সর্বোচ্চ চাহিদা বিতরণ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ চাহিদার সহিত যুগপৎ নাও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রেণির ব্যবহার (consumption) ডিসেম্বরে সর্বোচ্চ হইতে পারে, কিন্তু বিতরণ সিস্টেমের সর্বোচ্চ ব্যবহার আগস্টে হইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণির পিক (peak) মোট নন-কোইন্সিডেন্ট পিক (noncoincident peak) নির্ণয়ের জন্য যোগ করা হয়। তারপর প্রত্যেক শ্রেণির পিক (peak)-কে উক্ত মোট দ্বারা ভাগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক শ্রেণির ডিসেম্বরে পিক (peak) রহিয়াছে ৫০০, এবং অন্য শ্রেণির ৩০০০ পিক (peak) রহিয়াছে আগস্টে। এই দুই নন-কোইন্সিডেন্ট পিকের (noncoincident peak) সমষ্টি হইতেছে ৩৫০০। প্রত্যেক শ্রেণিকে এই সমষ্টি দ্বারা ভাগ করিলে প্রথম শ্রেণির অংশ হইবে ১৪.৩% এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ৮৫.৭%। এই দুইটি শতকরা হারকে মোট চাহিদা সংক্রান্ত খরচ দ্বারা গুণ করা হইবে এবং ঐ সকল সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকে বরাদ্দ করা হইবে। লাইসেন্সীর নন-কোইন্সিডেন্ট পিক (noncoincident peak) আবশ্যিকভাবে কোইন্সিডেন্ট পিক (coincident peak) এর সমান হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোইন্সিডেন্ট পিক (coincident peak) সেপ্টেম্বরে ঘটিতে পারে এবং উহার পরিমাণ হইতে পারে ৩৩০০।

(৬) এই পদ্ধতি (methodology) নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, কমিশনের বিবেচনায় দুইটি ঋতুতে (গ্রীষ্ম ও শীত), কোইন্সিডেন্ট পিক (coincident peak) অধিকতর গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকৃতিতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মৌসুমী পরিবর্তন বিদ্যমান। একটি, গ্রীষ্মকালে এয়ার কন্ডিশনিং লোড (air conditioning load) এর কারণে, এবং অপরটি শীতকালে, বিশেষ করিয়া জানুয়ারি হইতে মার্চ পর্যন্ত সময়কালে, কৃষি লোড (agricultural load) এর কারণে এই পরিবর্তনসমূহ পরিলক্ষিত হয়। কমিশন প্রত্যেক লাইসেন্সীর নিজ নিজ প্রস্তাবিত অন্যান্য চাহিদা বরাদ্দ রীতিও বিবেচনা করিবে, যাহার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ রহিয়াছে যে, ভিন্ন রীতি সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীর পরিচালনের জন্য অধিকতর উপযোগী।

(৭) এই পদ্ধতি (methodology) অনুযায়ী, লাইসেন্সী গ্রীষ্মকালে-যাহা এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত- লাইসেন্সীর জন্য সর্বোচ্চ চাহিদার (peak demand) মাস নির্ধারণ করিবে। পিক (peak) সময়কালে লাইসেন্সী, উহার মিটার রিডিং হইতে, বিতরণ ব্যবস্থার উপর প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির ব্যবহৃত লোড (load) এর শতকরা হার নির্ধারণ করিবে। শীতকালের জন্যও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে। অতঃপর দুইটি হারের গড় করা হইবে, এবং যেখানেই চাহিদা বরাদ্দ প্রয়োগ করা হইবে, প্রত্যেক শ্রেণি-গড়ের শতকরা হার ব্যবহার করা হইবে-প্লান্টের (plant) মোট পরিমাণ দ্বারা গুণ করা হইবে এবং খরচের হিসাব প্রত্যেক শ্রেণিকে বরাদ্দ করা হইবে।

২। **বৈদ্যুতিক এনার্জি বরাদ্দ।**—সংশ্লিষ্ট শ্রেণিসমূহের ভোগকৃত বৈদ্যুতিক এনার্জির পরিমাণের হিসাবের রেকর্ডের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক এনার্জি বরাদ্দ নির্ণীত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি যাচাই বর্ষে (test year) আবাসিক শ্রেণি বৈদ্যুতিক এনার্জির ৪০% ব্যবহার করে এবং কৃষি শ্রেণি ব্যবহার করে ১০%, তাহা হইলে বৈদ্যুতিক এনার্জির ভিত্তিতে কোন প্লান্ট (plant) বা খরচ বরাদ্দ যথাক্রমে ০.৪ ও ০.১ দ্বারা গুণ করিতে হইবে।

৩। **ভোক্তা বরাদ্দ।**—যাচাই বর্ষে (test year) প্রত্যেক শ্রেণির গড় ভোক্তা সংখ্যা প্রদানকারী হিসাবের রেকর্ডের ভিত্তিতে ভোক্তা বরাদ্দ নির্ণীত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি লাইসেন্সীর সেবার আওতাধীন মোট ভোক্তা সংখ্যা ১০,০০০ হয়- এবং তন্মধ্যে ৮,৫০০ আবাসিক ভোক্তা, ১,০০০ শিল্প ভোক্তা, এবং ৫০০ কৃষি ভোক্তা হয়- তাহা হইলে ভোক্তাদের দ্বারা বরাদ্দকৃত কোন প্লান্ট (plant) বা খরচ হইবে ৮৫% আবাসিকের ক্ষেত্রে, ১০% শিল্পের ক্ষেত্রে এবং ৫% কৃষির ক্ষেত্রে।

৪। **রাজস্ব বরাদ্দ।**—প্রত্যেক শ্রেণির নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব, মোট রাজস্বের শতকরা হারের ভিত্তিতে রাজস্ব বরাদ্দ নির্ণীত হইবে। বরাদ্দকৃত কোন প্লান্ট (plant) বা খরচকে এই সকল শতকরা হার দ্বারা গুণ করা হইবে।

পরিশিষ্ট 'খ'

নিম্নে কস্ট অব সার্ভিসের একটি নমুনা হিসাবে সার-সংক্ষেপ প্রদত্ত হইল, ইহাতে সার্ভিসের খরচ কিভাবে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নে ভূমিকা রাখে উহার একটি নির্বাহী সার-সংক্ষেপ পাওয়া যাইবে। আরও বিস্তারিত তথ্য পরে পরিবেশিত হইবে, যাহা হইতে এই নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত অংকসমূহ সম্পর্কে জানা যাইবে। এই নমুনা হিসাবে কেবল দুইটি শ্রেণির সার্ভিস ব্যবহৃত হইয়াছে। অসংখ্য শ্রেণি এবং একেকটি শ্রেণিতে বহুসংখ্যক উপ-শ্রেণি লইয়া গঠিত একটি লাইসেন্সীর জন্য একই ভিত্তিতে খরচ বরাদ্দ করা হইবে যেরূপ আলোচিত হইয়াছে। [এই ছকে 'ক' শ্রেণি ও 'খ' শ্রেণিরূপে শ্রেণি-চিহ্নিতকরণের সহিত বাংলাদেশে সাধারণ শ্রেণি চিহ্নিতকরণের কোন সম্পর্ক নাই।]

কস্ট অব সার্ভিস হিসাব সার-সংক্ষেপ

			কোম্পানির মোট	ক-শ্রেণি	খ-শ্রেণি	বরাদ্দ
১।	**রেট বেজ (Rate Base)**					
	সার্ভিসে ব্যবহৃত বিতরণ সম্পদ (Distribution Assets in Service)	লক্ষ টাঃ	৫০০,০০০	৩৫০,০০০	১৫০,০০০	D,C
	রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল	লক্ষ টাঃ	২৭,৫০০	১৯,২৫০	৮,২৫০	D,C
	পুঞ্জীভূত অবচয়	লক্ষ টাঃ	- ২০০,০০০	-১৪০,০০০	-৬০,০০০	D,C, TP
	মোট রেট বেজ	লক্ষ টাঃ	৩২৭,৫০০	২২৯,২৫০	৯৮,২৫০	
২।	**প্রস্তাবিত রেট অব রিটার্ণ** (Rate of Return)	দশমিক	০.১	০.১	০.১	
৩।	**রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ** (Proposed Return on Rate Base)	লক্ষ টাঃ	৩২,৭৫০	২২,৯২৫	৯,৮২৫	
৪।	**পরিচালন খরচ**					
	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	লক্ষ টাঃ	২০,০০০	১৮,০০০	২,০০০	D,EE, C, TP
	অবচয় (যাচাই বর্ষ)	লক্ষ টাঃ	২০,০০০	১৪,০০০	৬,০০০	D,C
	আয়কর ব্যতীত অন্যান্য কর	লক্ষ টাঃ	১	০.৬	০.৪	R
	আয়কর প্রদানের পূর্বে মোট পরিচালন খরচ	লক্ষ টাঃ	৪০,০০১	৩২,০০০.৬	৮,০০০.৪	
	আয়কর (৩৭.৫%)	লক্ষ টাঃ	১৯০.৩৫	১১৪.২১	৭৬.১৪	A
	মোট পরিচালন খরচ	লক্ষ টাঃ	৪০,১৯১.৩৫	৩২,১১৪.৮১	৮,০৭৬.৫৪	
৫।	**সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা**	লক্ষ টাঃ	৭২,৯৪১.৩৫	৫৫,০৩৯.৮১	১৭,৯০১.৫৪	

			কোম্পানির মোট	ক-শ্রেণি	খ-শ্রেণি	বরাদ্দ
৬।	**চলতি রাজস্ব**					
	বিতরণ সার্ভিস বিক্রয়	লক্ষ টাঃ	৪০,০০০	২৪,০০০	১৬,০০০	A
	প্রদত্ত সার্ভিস হইতে আয়	লক্ষ টাঃ	০.৬	০	০.৬	A
	সুদ বাবদ আয়	লক্ষ টাঃ	৫০০	৩০০	২০০	A
	বিবিধ রাজস্ব	লক্ষ টাঃ	৮	৭	১	A
	মোট চলতি রাজস্ব	লক্ষ টাঃ	৪০,৫০৮.৬	২৪,৩০৭	১৬,২০১.৬	
৭।	**প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি**	লক্ষ টাঃ	৩২,৪৩২.৭৫	৩০,৭৩২.৮১	১,৬৯৯.৯৪	
৮।	**রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর** (Revenue Conversion Factor)		১.৬	১.৬	১.৬	
৯।	**সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি**	লক্ষ টাঃ	৫১,৮৯২.৪	৪৯,১৭২.৪৯৬	২,৭১৯.৯০৪	
১০।	**মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা**	লক্ষ টাঃ	৯২,৪০১	৭৩,৪৭৯.৪৯৬	১৮,৯২১.৫০৪	
		মিলিয়ন টাঃ	৯২,৪০.১	৭৩,৪৭.৯৪৯৬	১৮,৯২.১৫০৪	
১১।	**বিতরণকৃত বৈদ্যুতিক এনার্জি** (electrical energy)	MKWH	২০,০০০	১৮,০০০	২,০০০	A
১২।	**প্রস্তাবিত বিতরণ রেট (প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা)**	টাকা		০.৪০৮২	০.৯৪৬০৭৫২	

বরাদ্দ কলামে বর্ণিত শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ ঃ-

A = Assigned (এসাইন্ড)
C = Consumer (কনসিউমার = ভোক্তা)
D = Demand (ডিমান্ড = চাহিদা)
EE = Electrical Energy (ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি = বৈদ্যুতিক এনার্জি)
R = Revenue (রেভিনিউ = রাজস্ব)
TP = Total Plant (টোটাল প্লান্ট)

হিসাবের সাধারণ ব্যাখ্যা

হিসাব-১:

হিসাব-১ এর উদাহরণ অনুযায়ী, লাইসেন্সীর অবকাঠামোগত সম্পদের প্রকৃত ব্যয় এবং রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর সমষ্টি লাইসেন্সীর মোট সম্পদ। এই সম্পদের মোট অংশ এই পদ্ধতি (methodology)-র মূল অংশে আলোচিত বরাদ্দ নীতিমালা (allocation factors) এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা শ্রেণির প্রতি বরাদ্দ হইয়াছে। মোট সম্পদ হইতে অবকাঠামোগত সম্পদের পুঞ্জীভূত অবচয় বিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাও মূল পদ্ধতি (methodology)-র আলোচনা অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণিকে বরাদ্দ করা হইয়াছে। এইভাবে প্রাপ্ত সম্পদের মূল্যই হইল অবকাঠামোগত সম্পদের নীট প্রদর্শিত মূল্য (book value)। প্রত্যেক শ্রেণির জন্য এবং মোটের উপর, সম্পদের এই সমষ্টিই সম্পদের উপর রিটার্ণ নিরূপণের জন্য হিসাবের ভিত্তিতে পরিণত হয়।

হিসাব-২:

এই উদাহরণের জন্য একটি আনুমানিক রেট অব রিটার্ণ (rate of return) স্থির করা হইয়াছে। রেগুলেটরী কনসেপ্টে (regulatory concept) রেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে, রেট বেজ (rate base) এর উপর রেট অব রিটার্ণ নির্ধারণ একটি সামগ্রিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ফল। এই রিটার্ণ প্রয়োগ দ্বারা উদ্ভাবিত চূড়ান্ত রেট ভোক্তাদের জন্য যতদূর সম্ভব সহায়ক হইবে। কারণ, এই রেট কেইস প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত হিসাবরক্ষণ ও অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী ইহাই হইবে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন খরচ। রেট অব রিটার্ণ নির্ধারণ সম্পর্কে এই পদ্ধতি (methodology)-র অন্যত্র আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। লাইসেন্সীর জন্য সামগ্রিকভাবে নির্ণীত রেট অব রিটার্ণ (rate of return) সকল শ্রেণির প্রতি সমভাবে প্রয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ কোন একটি শ্রেণির নিজস্ব কোন রেট অব রিটার্ণ নির্ণয় করা হয় না।

হিসাব-৩:

সম্পদের সমষ্টি হইতে পুঞ্জীভূত অবচয় বিয়োগের পর অবশিষ্ট সম্পদকে হিসাব-২ এর রেট অব রিটার্ণ দ্বারা গুণ করা হয়। ইহাতে কোয়ালিফাইং রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ পাওয়া যায়। সম্পদে বিনিয়োগের উপর কোন প্রতিষ্ঠানকে এই পরিমাণ আয় অর্জন করিতে দেওয়া যায়। এই হিসাব মোটের উপর এবং প্রত্যেক শ্রেণির জন্য করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণির ফলাফল যোগ করিয়া লাইসেন্সীর মোট রিটার্ণ পাওয়া যাইবে।

হিসাব-৪:

সকল খরচ যোগ করা হইয়াছে। সাধারণ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ছাড়াও কর (tax) খরচের হিসাবে ধরা হইয়াছে। আয়কর এইজন্য খরচের অন্তর্ভুক্ত যে, অন্যান্য পরিচালন খরচের ন্যায় ইহাও লাইসেন্সীর একটি খরচ। সার্ভিসের এইরূপ খরচ বিশ্লেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য এমন একটি রেট উদ্ভাবন করা যাহা সকল খরচ সঙ্কুলান করিবে এবং তদতিরিক্ত পরিচালন তহবিলেরও যোগান দিবে যাহা বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ব্যবহার করা যাইবে এবং পরিচালনে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য বিনিয়োগকারীদের মূলধন যোগান দিবে। এই পদ্ধতি (methodology)-র মূল অংশে যেরূপ আলোচিত হইয়াছে, ভোক্তা শ্রেণিকে, খরচের প্রকৃতি অনুসারে, যৌথ ফ্যাক্টরের (factor) ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হয়। খরচ প্রত্যেক শ্রেণির জন্য এবং সর্বমোটের জন্য যোগফল নির্ণয় করা হয়।

হিসাব-৫:

হিসাব-৩ এ নির্ণীত রেট বেজের উপর রিটার্ণ এবং হিসাব-৪ এ নির্ণীত পরিচালন খরচের সমষ্টি যোগ করিয়া সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা হিসাব করা হয়। এই পরিমাণ রাজস্বই লাইসেন্সীর প্রাপ্য। এই একই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য রাজস্ব নির্ণয় করা হয় এবং ইহার মাধ্যমে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব নির্ণীত হইবে।

হিসাব-৬:

এই হিসাবে সকল শ্রেণির মোট ও শ্রেণিওয়ারী চলতি রাজস্ব যোগ করা হইয়াছে।

হিসাব-৭:

হিসাব-৫ এ নির্ণীত সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা হইতে হিসাব-৬ এ নির্ণীত চলতি রাজস্ব বিয়োগ করা হইয়াছে। ইহা মোটের উপর এবং প্রত্যেক শ্রেণির জন্য করা হইয়াছে। এই বিয়োগফলই হইতেছে সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা অর্জনের জন্য চলতি রাজস্ব যে পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সেই অংকের পরিমাণ।

হিসাব-৮:

একটি রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর (revenue conversion factor) নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহার ফর্মুলাটি হইতেছে "১" সংখ্যাকে অপর একটি "১" সংখ্যা হইতে প্রযোজ্য আয়কর হার বিয়োগের পর বিয়োগফল দ্বারা ভাগ করা। প্রদত্ত উদাহরণে হিসাবটি নিম্নরূপ করা হইয়াছে: ১ ÷ (১ - ০.৩৭৫), যাহা ১.৬ এর সমান, আয়কর হার ধরা হইয়াছে ৩৭.৫%। এইরূপ হিসাব করিবার কারণ এই যে, হিসাব-৭ এ হিসাবকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি যদি আয়ের অংশরূপে প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উহার উপরও আয়কর প্রযোজ্য হইবে। ফলে, লাইসেন্সী কর পরিশোধের পর সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং, রাজস্ব বৃদ্ধিকে করের সহিত সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, যাহাতে কর পরিশোধের পর প্রাপ্ত নীট রাজস্ব সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির সমান হয়।

হিসাব-৯:

হিসাব-৭ এর প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধিকে হিসাব-৮ এ নির্ণীত রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করা হইয়াছে। লাইসেন্সীর সামগ্রিক রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর প্রত্যেক শ্রেণির প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য।

হিসাব-১০:

হিসাব-৬ এর চলতি রাজস্বকে হিসাব-৯ এর প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধির সহিত যোগ করা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাই মোট রাজস্ব পরিমাণ যাহা লাইসেন্সীর সকল খরচ সঙ্কুলান ও সম্পদের উপর আয় অর্জনের জন্য স্থিরকৃত রেট হইতে অর্জিত হওয়া প্রয়োজন। এই হিসাব প্রত্যেক শ্রেণির জন্য করা হইয়াছে এবং শ্রেণির যোগফল লাইসেন্সীর মোট পরিমাণের সমান হইবে।

হিসাব-১১:

প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিতরণ সিস্টেমের বার্ষিক বৈদ্যুতিক এনার্জির (electrical energy) মোট পরিমাণকে মিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘন্টায় (MKWH) উল্লেখ করা হইয়াছে। লাইসেন্সীর বিল রেকর্ড অনুসারে, প্রত্যেক শ্রেণি কর্তৃক ভোগকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ প্রত্যেক শ্রেণির নিজ নিজ কলামে উল্লিখিত হইয়াছে। লাইসেন্সীর মোট পরিমাণ প্রত্যেক শ্রেণির মোট পরিমাণের যোগফলের সমান হইবে।

হিসাব-১২:

হিসাব-১০ এ নির্ণয়কৃত মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদাকে হিসাব-১১ এ উল্লিখিত বৈদ্যুতিক এনার্জির (electrical energy) পরিমাণ দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণির জন্য ভাগ করা হইয়াছে এবং ইহা হইতে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টার রেট পাওয়া গিয়াছে। ইহাই লাইসেন্সী কর্তৃক উহার ভোক্তাদের উপর আরোপযোগ্য রেট।

পরিশিষ্ট 'গ'

বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি (methodology)-র ফর্মূলাসমূহের সার-সংক্ষেপ

নিম্নে বর্ণিত ফর্মূলাসমূহ ব্যবহার করিয়া একটি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ করা যায়। এই ফর্মূলাসমূহের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য এই পদ্ধতি (methodology)-র মূল অংশ দেখা যাইতে পারে। রেট অব রিটার্ণ (rate of return) ব্যতীত, নিম্নের ফর্মূলাসমূহ প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির এবং লাইসেন্সীর সামগ্রিক হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রেট অব রিটার্ণ (rate of return) কেবলমাত্র সামগ্রিকভাবে লাইসেন্সীর জন্য নির্ণীত হয় এবং প্রত্যেক ভোক্তা শ্রেণির প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হয়।

ফর্মূলাসমূহ ঃ

বৈদ্যুতিক এনার্জি রেট = (পাইকারি বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয় + সঞ্চালন বাবদ ব্যয়) ÷ প্রাপ্ত কিলোওয়াট-ঘন্টা

মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রেট বেজের উপর রিটার্ণ + মোট খরচ

রেট বেজ = ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়িত মূল্য + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল

বিতরণ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল =নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল + মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য + অগ্রিম প্রদান - ভোক্তা আমানত

নগদ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = (১÷৬) × (বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ)

মালামাল ও সরবরাহের মজুদ মূল্য = (মালামাল ও সরবরাহের ১২ (বার) মাসের মোট মূল্য) ÷ ১২

$$\text{ওভারঅল রেট অব রিটার্ণ} = \frac{[(\text{ইক্যুইটি মূলধন} \times \text{ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার}) + (\text{ঋণ মূলধন} \times \text{ঋণের সুদের শতকরা হার})]}{(\text{ইক্যুইটি মূলধন} + \text{ঋণ মূলধন})}$$

$$\text{ইক্যুইটির রিটার্ণের শতকরা হার} = \frac{[(\text{কমন স্টক পরিমাণ} \times \text{লভ্যাংশের হার}) + (\text{অবশিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণ} \times \text{নন স্টক রেট})]}{(\text{কমন স্টক পরিমাণ} + \text{অবশিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণ})}$$

$$\text{ঋণের সুদের শতকরা হার} = \frac{[(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} \times \text{ঋণের সুদের হার}) + (\text{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ} \times \text{লভ্যাংশের হার})]}{(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} + \text{প্রেফার্ড স্টক পরিমাণ})}$$

মোট খরচ = পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ + অবচয় + আয়কর ও অন্যান্য কর

সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = রেট বেজের উপর প্রস্তাবিত রিটার্ণ + পরিচালন খরচ

মোট চলতি রাজস্ব = বিতরণ + অন্যান্য সেবা + সুদ + বিবিধ

প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি = সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা - চলতি রাজস্ব

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর = ১ ÷ (১ - আয়কর হার)

সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি = প্রস্তাবিত রাজস্ব বৃদ্ধি × রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর

মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা = মোট চলতি রাজস্ব + সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি

বিতরণ রেট = মোট সুপারিশকৃত বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা ÷ বার্ষিক বিতরণকৃত বৈদ্যুতিক এনার্জি (electrical energy)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ ফয়জুর রহমান
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd